ধুলো থেকে বালি থেকে

ধুলো থেকে বালি থেকে

রবি গঙ্গোপাধ্যায়

প্রণতি

প্রণতি পাবলিশিং হাউস

কলকাতা - ৭০০০৪৫

DHULO THEKE BALI THEKE

A collection of Bengali poems

by **Rabi Gangopadhyay**

প্রথম প্রকাশ

ফেব্রুয়ারী, ২০১১

গ্রন্থসত্ত্ব

রেবা গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশক

সৌম্য গঙ্গোপাধ্যায়

ব্লক পি ওয়ান এইচ

শেরউড এস্টেট

১৬৯ এন এস বোস রোড

কলকাতা - ৭০০১০৩

পরিবেশক

প্রগতি পাবলিশিং হাউস

১৭০/৪৩ লেক গার্ডেন্স

কলকাতা - ৭০০০৪৫

মুদ্রক

অমিত ব্যানার্জী

টালিগঞ্জ, কলকাতা

যোগাযোগ ঃ ০৯৪৩৪৫২১৩৪৯

Website : http:://www.rabigangopadhyay.com

মূল্য

একশ টাকা

উৎসর্গ

ডা. সুধীন সেনগুপ্ত

অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ—

- ভালবাসায় অভিমানে
- বৃষ্টির মেঘ
- কোজাগর
- পুণ্যশ্লোক অন্ধকারে
- কয়েক টুকরো
- মুখর প্রচ্ছদ
- জলের মর্মর
- কোঠার ভিতর চোরকুঠুরি
- মাটির কুলুঙ্গি থেকে
- আগুন ও জলের পিপাসা
- জল থেকে জলে
- যে যায়, যে থাকে
- স্মৃতি বিস্মৃতি
- ছিন্নমেঘ ও দেবদারু পাতা
- ব্যক্তিগত কথোপকথন
- কবিতার কাছাকাছি একা
- আরশি টাওয়ার
- মা
- উৎফুল্ল গোধূলি
- প্রাচীন পদাবলী
- গেরুয়া তিমির
- ধূসর সংহিতা
- লঘু মুহূর্ত
- ছিন্ন মেঘ ও দেবদারুপাতা
- অন্তিম সামঞ্জস্য
- রুদ্রাক্ষে বিধৃত
- জল থেকে জলে
- যেখানে উৎকীর্ণ ছিল
- ঘোড়া ও পিতল মূর্তি
- হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর

তালা

সারাদিন হু হু হাওয়া অসাবধানী হাওয়া
নারকেল গাছের মাথা শোঁ শোঁ শব্দ করে
কেব্‌লের তারে বসা জোড়া ঘুঘু পাঁচিলে খোলশ
তুলশী মঞ্চে জংলী লতাগুল্ম কুয়োতলা
কাঁসর ঘন্টার শব্দ দূরের আজান ভেসে আসে
হাত ধরাধরি ক'রে, দিগন্ত প্রান্তর শুয়ে থাকে
বিষণ্ণ সাবেকি বাংলা ছন্দ যেন স্খলিত পাতায়
এ যেন নিষিদ্ধ বাড়ি নিষিদ্ধ দেওয়ালে
প্রবেশ নিষেধ ঃ দিল্লী দুর্গাপুর থেকে
পুরুলিয়া থেকে দ্রুত সংক্ষিপ্ত দুরন্ত দূরভাষ
চিঠির বাক্সের মধ্যে বাণিজ্যিক কাগজ পত্রাদি
ঘুমন্ত টিকটিকি কিংবা মাকড়সার জাল
কেবল এক একদিন বুনো লোকটা যায়
বাড়িকে শিখিয়ে দিয়ে ঃ কেউ এলে বলিস এইখানে
বাল্মীক স্তূপের মধ্যে আছে সব সাপে ঘেরা যাও
পুঁথিপ্রিয় পর্যটক, যাও যাও এই তালা খুলে দিচ্ছি আমি।

তবু

এরা আর কিছুই বোঝে না ঃ তাই লিঙ্গ গুহ্য নাভি
কলহান্তরিতা মত্ত নিধুবন আদিম মৃত্তিকা
গুহামুখ লতাগুল্ম অন্ধকার বধির শীৎকার
এই গল্প ছবি গান নাভি ঘূর্ণি ধূম্র নরনারী

এদের ধারণাগম্য তুমি নও ঃ তবু লিখি তমালের ডাল
যমুনা কৌটোয় ভরা রূপকথার রাসের পূর্ণিমা
স্মরগরলের বাঁশি অর্ধনারীশ্বর মুঞ্জা ঘাস
তন্দুরে ও তদন্তিকে কামারপুকুর

কিছুই বোঝে না ব'লে বাউলের দল আসে যায়
প'ড়ে থাকে পথরেখা শতাব্দীর অন্ধকার পটে
ধুলোয় বালিতে সোনা জাহ্নবীতে জয়রামবাটিতে
কিছুই বোঝে না এরা ওরা যায় পূর্ণকুম্ভমেলা।

কবির অসুখ হলে

(ডাঃ সুধীন সেনগুপ্তকে)

কবির অসুখ হলে অন্ধকার ঝড় বৃষ্টি ভেঙে
যে দুটি শুশ্রূষাময় প্রসারিত হাত মেলে দিতে
তা যদি গুটিয়ে নেবে তবে আমি লিখব কী ক'রে
কী ক'রে সূর্যাস্ত থেকে তুলে আনব ফিনকি ওড়া পাতা!

এই দূর মফস্বলে অন্ধ বধিরের দেশে এসে
মৃতসঞ্জিবনী মন্ত্রে উজ্জীবিত করেছ মৃত্যুকে
অগণিত ম্লান মূক মূঢ় মুখে ফুটিয়েছ হাসি
দেখ সারি সারি চোখ সকাতর চেয়ে আছে স্থির।

কী জন্যে স্মরণসভা? পুষ্পস্তবকের রুদ্ধশ্বাস?
তোমাকে ভুলবে না এই রূঢ় বাংলা তার তেপান্তর
কঙ্কাল গ্রন্থির স্থির ছায়ামূর্তিগুলি কোনোদিন—
এ দেশের মরা নদী জীর্ণ গ্রাম দগ্ধডানা প্রাণ

কবি পাঠচক্রে যাবে তীর্থে যাবে তোমার পিছনে
নিচু হয়ে বসে থাকবে মন্ত্রমুগ্ধ ঃ
তোমার বিশ্রাম—।

কবির অসুখ হলে অন্ধকার ঝড় বৃষ্টি ভেঙে
এলোমেলো হেঁটে যাবে একা একা নিষিদ্ধ চূড়ায়!

আজীবন

তোমরা কতো কিছু জানো!

আমরা বুঝি না যে কিছু
তবুও ভালো লাগে বেশ
উত্তেজনা নিয়ে ফিরি
কাঁথার তলে শুয়ে যেই
ঘুমাই ভুলে যাই সব
সকালে শালপাতা পেতে
পান্তা নুনে দিন শুরু

তোমরা কতো কিছু বলো!

তেলের দাম রেলভাড়া
হরতুকি ভরতুকি সব
কতো যে কমিশন আর
কৃষি ও শিল্পের কথা
রাজ্যসভা লোকসভা
শুনতে ভালো লাগে বেশ
ময়দান চলো—যাই
দিল্লীই দূর অস্ত
মাটির মেঝেয় নামে রাত

তোমরা আজীবন বলো।

যং লব্ধ্বা

শিখেছি তোমার কাছে সব কিছু তাই এত সুন্দরের আলো।
আমার যে মনে নেই। তাতে কি? তুমি তো সব জানো
তোমার তো মনে আছে। সেই কবে বেরিয়ে চলেছি—
পৃথিবীর সব চেয়ে পুরনো পথের পর পথে একা একা
কতো যে পোশাক ছেড়ে কতো যে অতৃপ্তি ছেড়ে কতো যে কতো যে
মুঠো খুলে দিয়ে যাওয়া; তবু জমে রয়েছে পাহাড়
পথের অনন্ত দাবী ঘরের অজস্র দাওয়া ব্যর্থতার হাওয়া
সাফল্যের সুবাতাস যত দূর দৃষ্টি যায় সারি সারি সব
সমস্ত অতীত, তবু থাবা তার, প্রাক্তন সঞ্চিত ক্রিয়মান
এ জীবন ছুঁয়ে থাকে, আমাকে অচেনা রাখে আমার নিকটে
নিজেকে অচেনা রাখে নিজের নিকটে অবিশ্বাস
আমি কবি হবো ব'লে আমি কবি হবো ব'লে এমন বল্মীক!
লিখেছি তোমার কাছে! কবিং পুরাণমনুশাসিতারম
অণোরণীয়া—তাই প্রতিমামানুষী কণ্ঠস্বর
আমাকে শেখায় শ্লোক, শ্লোকোত্তরা তোমার ভ্রূকুটি
কোথায় পৌঁছতে বলো শব্দ ভেঙে শব্দের ভিতরে শব্দ ভেঙে
তীব্র তিরস্কার হেনে কোথায় পৌঁছতে বলো আদি অন্তহীন
যোজন যোজন টানা স্নেহজাল, কোথায় পৌঁছবো কতদিন?
শিখেছি তোমার কাছে—এই আমার আনাকবর্ম্ম যে
তাই আর কারো কাছে নিচু হয়ে কিছু নিতে পারি তুমি বলো?

শামসুর রহমান

আমি কোনওদিন যাইনি। স্বভাব। দূরের দরজা খুলে
তাই আমার চেয়ে থাকা। দেখিনি কোথাও ওই মুখ।
অপ্রতিভ। গ্রামীণতা। তাই এ মনের দরজা খুলে
সকাল দুপুর গেছে বিকেলও দিনান্তে যেতে যেতে—
তোমার মৃত্যুর জন্যে আমাকে লিখিয়ে নেয় একটি কবিতা।

বর্ডার পাশপোর্ট ভিসা চেক পোস্ট ডিঙিয়ে কাঁটা তারে
ক্ষত ও বিক্ষত এই শব্দগুলি বহুদূরে পদ্মায় মেঘনায়
ভেসে ভেসে যেতে যেতে ঈদের চাঁদের মতো চোখে পড়তে পারে
পল্টনের মাঠে—তুমি আজও একলা এল গ্রেকোর ছবি।

আমার অনেক দূরে বাংলাদেশ—আদিগন্ত বালুচর হাঁস
কাশ হোগলা কানাকুয়া ডাহুক গয়নার নৌকো নদী
নিরুদ্দেশ শঙ্খচিল মেঘ জ্যোৎস্না সন্ধ্যার আজান
এবং বারুদগন্ধ ছেঁড়া তার ভাঙা দরজা বহুরূপী নেকড়ের শহর
ক্ষুধিত মানুষখেকো রাজনীতি—। বাংলাদেশ তোমার আমার
এপার ওপার। মাঝে জলরেখা। কবির ব্যাকুল অশ্রুরেখা।

আমার বিশ্বাস ঃ কবি ন হন্যতে।
আমার বিশ্বাস ঃ তদ্দূরে তদন্তিকে।
আমার বিশ্বাস ঃ তুমি আমার কপোল বেয়ে ব্যথিত অশ্রুর উষ্ণ ফোঁটা
গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছ অনাবিল
শারদীয়া পদ্মের পাতাতে।

মৃত্যু ছুঁয়ে

যেন মৃত্যু ছুঁয়ে গেল যেন যেতে যেতে ফেরা হল।
তবে কি প্রারব্ধ স্তব্ধ হতে কিছু বাকি!
কার জন্যে লিখে রাখব? তুমি তো পড়ো না। এই ভালো
ধ্যানে স্থির হয়ে থাকা ব্যবধানে স্থিরতর থাকা।
প্রতিক্ষণ সন্ধিক্ষণ। আলো ফুটছে ফুল ফুটছে পাখি
নির্বন্ধের মত ডাকছে—এলোমেলো হাওয়া।
যেন মৃত্যু ছুঁয়ে ফের ফেরা হল আবার প্রবাসে।

একা

পেরিয়ে এলাম তবে!

দুঃস্বপ্নের স্মৃতি
পুড়ুক
উড়ুক ছাই
ওদের চোখে মুখে।

ঘুমন্ত
সব ঘুমন্ত
সব ঘুমন্ত
আঃ জেগে
উঠলাম
আর
হলাম ভীষণ
একা।

এই রকমই

এই রকমই।
এই রকমই হবে।
তাহলে
কেন এ পরাভবে
এত কাতরতা?

চন্দন
গুগ্‌গুল
ধুনো
জপ
বিশ্বাসপ্রবণ সন্ধ্যা স্তব
করজোড়
প্রার্থনা ও
পুঁথি
ভেসে যায়
কাঁসাইয়ের জলে।

এই রকমই।

গন্ধেশ্বরী
তুমিও তো নদী!

ফিরে পাবে

যত দিয়ে যাবে তত ফিরে পাবে ধ্রুপদী রীতিতে
এই ভেবে অর্বাচীন নিঃস্ব আজ হিমে নীল শীতে
চৌকাঠে দাঁড়িয়ে দেখে দিকে দিগ্বিদিকে কাঁটাজমি
কান্তারের পথে নট নটী বিহঙ্গম বিহঙ্গমী
কেউ ঘরে আসে কেউ বাইরে যায় কেউ বন্ধ দ্বারে
স্মরগরলের বাঁশি ভালবাসে ক্ষমার গান্ধারে
দ্বিধায় বিভক্ত পথ রূপকথার রাজপুত্র নদী
ব্যঙ্গের মানচিত্রে স্থির ঃ জল বাড়ছে চিবুক অবধি
প্রলয়পয়োধি ঃ যত দিয়ে যাবে তত পাবে ফিরে
যৌবনের অন্ধকারে সেই সাতটি তারার তিমিরে।

ধরণ ধারণ

এই আমার ধরণ।
        তোমার ভালো লাগুক না লাগুক
এই আমার ছন্দ।
        ঘুঁটে কুড়োনি সেই মেয়েটি
        পাতা কুড়োনো সেই কিশোর
        ছিন্ন ভিন্ন সেই যুবক
বার বার উঁকি দিয়ে গেলেও
        কে যেন আমার হাত চেপে ধরে
        আমি লিখতে পারি না।
আমি লিখতে পারি না
                কালাহাণ্ডি
লিখতে পারি না
                নন্দীগ্রাম
লিখতে পারি না
                আমলাশোল
                দান্তে ওয়াড়ে।
        কারা যেন আমাকে শাসায়।

তুমি আমাকে চোখ তুলে বার বার প্রশ্রয় দিয়েছো।
তাই আনন্দে ব্যথায় সুখে দুঃখে
                        তোমাকে নিয়ে কাটাই
                        গন্ধেশ্বরীর বালিতে
                        কাঁসাইয়ের পাথরে
                        শৈশব থেকে গোধূলি।

মা মা হিংসী

এই তবে তোমার সংগ্রাম?

হে গিরিত্র গিরিকান্ত, তোমার ও তীর
কার প্রতি নিবদ্ধ করেছ? কার প্রতি?

যারা খুব নিচু হয়ে ব'সে আছে আজও

যারা খুব ভীতু হয়ে ব'সে আছে আজও
যারা খুব পিছু থেকে ব'সে আছে আজও
মঞ্চের আলোতে ওই তোমাদের মুখে!

তুমি দক্ষ অভিনেতা, সব শিল্প ছেড়ে
তোমাকে দেখার শিল্প জেনে নিতে হবে
অসম্পূর্ণ জ্ঞান নিয়ে অর্ধসত্য জেনে
কীভাবে প্রয়োগ করো মানুষের প্রতি
জ্যা মুক্ত দুর্বার গতি ওই তীক্ষ্ণ তীর!

এই তবে শ্রেণীহীন ধর্মকর্মহীন
ধর্ম নিরপেক্ষ অন্ধ শাস্ত্রীয় সংগ্রাম!

এক সংঘ থেকে অন্য সংঘে যেতে যেতে
এক দুর্গ থেকে অন্য দুর্গে যেতে যেতে
বদ্ধমূল শিকড়েরা নষ্ট হয়ে যায়।

জঙ্গলমহল

ও পাতা কুড়োনো মেয়েটি
ও পূবে যাওয়া ছোট ছেলেরা
ও ধান পোঁতা দুটি কালো হাত
ও খুঁটে খাওয়া ভীতু পারাবত
আমাকে দেখে কেন চ'লে যাও!

তোমরা ভালবাস জানি তো
আমাকে ফল জল কতো দিন
দিয়েছো ঘন ছায়া মহুয়ার
মাটির দাওয়া ছোট চারপাই
আজকে কেন করো সংশয়!

তোমার লাল পথে ভারী বুট
তোমার নীল পথে রাইফেল
তোমার সিঁথিপথে যুদ্ধের
ত্রস্ত দিনরাত রাতদিন
উঁচিয়ে আছে কতো অস্ত্র!

আমি তো কবি, দেখ দুই চোখ
দীঘির মত করে টলমল
মা হিংসী এই-ই মন্ত্র
ছড়িয়েছি কতো হৃদয়ে
বলেছি এ ঠিক পথ নয়
এ পথে হয় না যে কল্যাণ।

অশ্রুধারা নয় পারাবত
ও মৃত মায়াবী দুটি চোখ
ও জল ও ফল জঙ্গল
মা হিংসী দেখ লিখেছি
পুনর্ণবা শারদীয়াতে।

বৃষ্টি পড়ছে

আজ সারাদিন বৃষ্টি পড়ছে
আজ সারাদিন মায়ের মুখ
আজ সারাদিন বাবার মুখ
আজ সারাদিন বৃষ্টি পড়ছে

তোমরা আমার কথা ভাবছো?
ভাবছো খোকা কেমন আছে?
ভাবছো সারাজীবন কষ্ট?

তাই সারাদিন বৃষ্টি পড়ছে
তাই সারাদিন বৃষ্টি পড়ছে
তাই সারাদিন বৃষ্টি পড়ছে।

নাট্যাংশে

মনে পড়ছে রাত হয়েছে
অশত্থতল অন্ধকার
আলপথে লণ্ঠন দুলছে
অনেক দূরে নদীর পার

মনে পড়ছে রাত হয়েছে
তাকিয়ে আছো তারার দিকে
অনেক দূরের তারার দিকে
মনে পড়ছে রাত হয়েছে

কখন তোমার এসেছে ভোর
টের পাইনি ঘুমিয়ে কাদা
মা কেঁদেছে খুলেছে দোর
থান পরেছে ভীষণ শাদা

মনে পড়ছে অনাথ বালক
বৃদ্ধ অশথ শুকনো নদী
মনে পড়ছে রাত অবধি
দাঁড়িয়ে আছি পরিচালক।

পদ্মপাতা

এগুলি সব মক্সো
এগুলি সব চেষ্টা
এগুলি সব আঘাত
এগুলি সব ঠিকানাহীন

এই করতে করতে যদি
পৌঁছে যায়
যদি সাড়া দাও
যদি আসো

আমাকে জলের মত
গড়িয়ে যেতে দেখে
যদি তুলে নাও

টলমল ক'রে উঠবো
ঝলমল ক'রে উঠবো
জলের মধ্যেই
ঝ'রে যেতে যেতে

ভেসে যাই

তোমার অসুস্থ দিনগুলি
তোমার অসুস্থ রাতগুলি
হলুদ পাতার মত ঝরে

আর আমার অন্ধকার ঘরে
জ্বলে ঝড়ে একটি প্রদীপ
নিভু নিভু, আমি ভেসে যাই

অশ্রুস্রোতা কাঁসাই নদীতে।

অনঘানন্দ

তাঁর নাম আমি লিখেছি পাথরে
অনঘানন্দ।
তাঁর নাম আমি লিখেছি পাথরে
অনঘানন্দ।
তাঁর নাম আমি লিখেছি মুছেছি
অলকানন্দা।
তাঁর নাম আমি নিয়েছি কণ্ঠে
চক্রতীর্থ।
তাঁর নাম ঢেউয়ে লুটোপুটি করে
সফেন উর্মি
শুধু তাঁর নাম শুধু তাঁর নাম
হে মহারাত্রি
হে মোহরাত্রি অর্ধমাত্রা হে স্বরাত্মিকা
যানুচার্যা
আমি লিখে রাখি দু'চোখের জলে
অনঘানন্দ।

ফেরার জন্যে

এ রকম চ'লে যাওয়া?
প্রবুদ্ধ অশ্বত্থ, তুমি বলো
তুমি বলো গন্ধেশ্বরী নদী
মজা দীঘি নির্জন শিমুল
শীর্ষে ডানা মোড়া শঙ্খচিল
বলো বলো
ছোলাডাঙা গ্রাম
এ রকম চ'লে যাওয়া?
এ রকম?
আবার একবার ফিরে আসতে হবে ব'লে?

কুলুঙ্গি

হাসির টুকরো
বসার ভঙ্গী
হাঁটার ছন্দ
ধূসর শব্দে
ধূসর শব্দে
ধূসর শব্দে
ভূর্জপত্র
ধারণ করছ সহস্র যুগ
বুকের মধ্যে কুলুঙ্গিতে
শ্রীরামকৃষ্ণ
নেবেন গোপন
কনকভস্ম
এবার
ভাসাও
কাঁসাই
আমার কুলুঙ্গিময় এ ভদ্রাসন

মনোহীনা

এখনো তো পাতা ঝরে নুয়ে পোড়ে শাদা পথরেখা
নদীর বালির চিতা থেকে তুলে জল খোঁজে কেউ
মেঘ আসে বৃষ্টি আসে শরৎগোধূলি আসে ঠিক
বুকের জোয়ারে ভেসে—
তুমি কিছু খবরই রাখো না
কে এলো কে গেল—
তুমি নির্ভুল নিয়মে উতরোল
সমুদ্র।
আমার নাম? মনে রাখবে? মনে? মনোহীনা!

বল্মীক

এখন কোথাও সেই আলতালাল রাস্তা নেই। ভালো।
কেঁদুয়াডিহির সেই আদিগন্ত মাঠ নেই। যাক।
লোকপুর যেতে যেতে হাজার হাজার নিম পাতা
ঝরে না দুপুরে। ঠিক আছে।
পহেলা ফাল্গুন আর সরস্বতী পুজোও হবে না। খুব ভালো।
নতুনচটির ছোট বাড়ি ঘিরে শিশুদের
স্নেহাতুর দিন?
আর নেই।
শুধু স্মৃতি শুধু স্মৃতি শুধু নীল স্মৃতির বল্মীক
শুকনো পাতা কাঁটালতা ফণিমনসা গোধূলি
কী? ঠিক?

কথা

কেউ কারও কথা শোনে? তবুও সবাই বলে। শুধু ব'লে যায়।
পথের মোরগঝুঁটি মাথা নাড়েঃ কিছুই বুঝি না
বাড়ির বারান্দা হাসে মাথা নাড়েঃ কিছুই বুঝি না
বিরক্ত শ্রাবণমেঘ রুমালে সমস্ত কথা দুটি হাতে মোছে।
তবুও সবাই বলে বলতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে
যে কোনো পত্রিকা পাঁজি মুখ আঁটা পুস্তিকা কিংবা অশ্বত্থপাতায়।

যার কথা শুনতে চুপি চুপি আসে জানালায় একটি দুটি তারা
সে হাসে বলে না কিছুঃ তাতেই কি সন্তুষ্ট শ্রোতারা!

এখন প্রার্থনা

বেশ আছি মাটির শরীরে
তুমি যেন আকাশ কোরো না।
মাটির বেদনাটুকু থাক
রোদে জলে ঝড়ে কেঁপে যাক
তুমি একে এখনি হঠাৎ
অবয়বহীন করে দিলে
সত্যি আমি খুব কষ্ট পাবো।
এখনো অনেকগুলি চিঠি
লেখা বাকি। এখনো যে তার
মসৃণ ত্বকের অন্ধকার
কিছুই হয়নি ঠিক চেনা।
বাগানের গাছপালাগুলি
দল মণ্ডলের এই ওম
তুমি রাখো কিছুদিন রাখো
এই ভুল এই স্পষ্ট ভুল।
তারপর ঠিক চলে যাবো
নীল হয়ে তোমার আকাশে।

অন্তিম

আমাকে কিছু বোলো না আর আমার ভয় করে
দিনের তাপ রাতের পাপ জীবনে আছে ভ'রে
আর তো ক'টি পলকা দিন অল্প পরমায়ু
একলা থাক; ক্লান্ত খুব হৃদয় শিরা স্নায়ু
কি যেন ক্ষীণ আশার মতো চোখের নীল জলে
কি আশা? কিছু বুঝি না, কেউ বলেনি কোনো ছলে
জমেছে ঢের বেদনা আর জমেছে বহু ঋণ
এবারে শোধ হবে না সব, গিয়েছে চ'লে দিন।
এখন শুধু নির্ণিমেষ, আমাকে দাও হে অবশেষ,
যদি সে এসে চোখের পাতা মুদিত দেখে দ্রুত
আবার যায় তাহলে আর পাঁজর ভাঙা জীর্ণ হাড়
হবে না ঠিক; সে জানে ছল সে জানে বহু ছুতো।

যেন বলতে পারি

যেন বলতে পারি, নদী, তুমি সেই ছেলেবেলাকার
ভাঙাপাড় ফিরে দাও আমি আর একবার দাঁড়াবো।
যেন বলতে পারি, মাটি, ও মাটি আমার
পায়ের তলায় থাকো,—সরোনা, সরোনা, অভিমানে—
আমার সর্বস্ব দিয়ে এইবার একটি শুভ্র গোলাপ ফোটাবো।
তোমার নীরব নীল মুছে তুমি নিওনা আকাশ
আমি জয় পরাজয় উভয়কে করেছি অভ্যর্থনা
বিস্মৃতি দিয়েছি যত দুঃখ ছিল, যেন বলতে পারি
অনেক দেখেছ, আর হে যৌবন, অবিমৃশ্যকারিতা করোনা—
কুড়ায়োনা অভিশাপ, শ্রদ্ধা করো, বলো, হে জীবন
পূর্ণ হও, সত্য হও, দ্বিধাহীন—মৃত্যুঞ্জয়ী নচিকেতা আমি
কালের ভ্রূভঙ্গ ভেঙে বোধিক্রম, একটু ছায়া দিয়ো
যার তলায় বসে যেন বলতে পারি
সেই ধ্রুব মন্ত্র 'ইহাসনে শুষ্যতু মে ....'।

সুকন্যা

আমার এ চোখে চোখ দুটি শুধু রাখো
আর কিছু নয় কিছু নয় তার বেশি।
থাক জলস্রোত আগুনের এই সাঁকো।
দেখা হলো! দেখা ফাগুনের শেষাশেষি।

কামনা লুটায় চূর্ণ পায়ের পাতায়
ধুতে গিয়ে দ্বিধাজড়িত কি ভাবো মনে?
সুজাতার মতো, সুকন্যা হও দাতা
বেলা যায় বেলা এ উরুবিল্ব মনে।

তোমাকে পড়াই মহাযান, শোনো তুমি?
সৌত্রান্তিক ত্রিপিটক যোগাচার?
তোমার ও দুটি চোখে নীল বনভূমি
কেঁপে কেঁপে ওঠে সুকন্যা, বার বার।

ক্লান্তে নেমে আসে উরুবিল্বের ছায়া
প্রেমের অন্ন তোমার চোখে। না হাতে?

আমি তথাগত উপবাসী এই কায়া
পার করি দুটি চোখের সজলতাতে।

আমার দু'চোখে চোখ দুটি তুমি রাখো
সুকন্যা, তুমি মনোযোগী হও শোনো
মাঝখানে আছে আগুনের নীল সাঁকো
নীচে জলস্রোত প্রবাহ তরল কোনো।

লেখা

লিখতে গেলেই কলম নিয়ে পালাচ্ছে রোজ কাঠবেড়ালী
ছোলাডাঙার উঠোন থেকে এক্কেবারে অশথ ডালে
শব্দ নিয়ে টুকরো ক'রে ছড়াচ্ছে এক ফিচেল ফিঙে,
শালিখ চুড়ুই বানায় বাসা কুড়িয়ে নিয়ে বর্ণমালা
টিটকিরি দেয় গিরগিটি রোজ আমার দুরবস্থা দেখে।
লিখতে গেলেই অশথ তার হাজার শাখায় জড়ায় পাকে
গড়ায় কালি আকাশ নেমে পাতায় পাতায় যখন তখন
শুকনো কঠিন ফাটল থেকে হাহাকারের সজল হাওয়া
ঝাপসা করে মজা দীঘির শ্যাওলা দামের আকুল গন্ধ।
লিখতে গেলে একলা কিশোর সারা দুপুর সারাটা রাত
বাবলাবনের ব্যাকুল ফুলের পাগলামী আর অশ্রুবাষ্প
দৃশ্যগোচর নদীর চিতায় পিতার শরীর সাতই চৈত্র
মুখের মিছিল, কী নাম কী নাম, সবার অমন সজল প্রণাম
সইতে পারা বইতে পারা সহজ নাকি! কোথায় চিহ্ন?
কোথায় ব্যাপক কী যেন হয়! কোথায়! কোথায়! এমন প্রলয়!
সমকালীন সহায়বিহীন হে উদাসীন, একি দুঃখ!
লিখতে গেলেই হে অপমান, হে অভিমান, আমার শব্দ
হে অবসান, জন্মবিহীন মৃত্যুবিহীন জলের বিন্দু
গড়ায় ছড়ায় পাতায় পাতায় ভাসায় যে আব্রহ্মস্তম্ব।

বৃথাই আমাকে

বৃথাই আমাকে এতো দুঃখ দিচ্ছ
আমি কি মহান হতে পারি?
এতো মেঘ এত বৃষ্টি এত লু হাওয়ার হাহাকার
আমার কী হবে নিয়ে?
সুনীলের মতো কবি হতে
আমার কি শক্তি আছে?
গিয়েছে গ্রামের বাড়ি মজা দীঘি বর্গায় জমিও।
সম্বল মাস্টারীটুকু
তার
কবি বা সন্ন্যাসী হতে অহংকার মানায় না মোটেই
তুমি বলো।

এখন দুর্দিন চলছে পায়ে পায়ে ব্যর্থতা আমার।
শব্দের ভীষণ টানাটানি
টাল সামলাতে ব্যস্ত
এত ভিড়
তবু পিছনের সারে সবার পিছনে গিয়ে কেন যে দাঁড়াই
কেন যে ব্যাকুল হয়ে শুধোই—
আমার?
আমার কি কথা হলো?
চারপাশে দমকা হাসি, পথের শহরে ধুলো বালি
চারপাশে চতুর সব মমতা মাখানো নীল চিঠি
আর মেঘ বৃষ্টি আর হাওয়া হু হু নীল হাওয়া

আমি কী করবো বলো এই সবে?
আমি কি তেমন লিখতে পারি?
পারি কি তোমার কাছে পৌঁছে যেতে
যেভাবে সমস্ত নদী গিয়ে মেশে—সব জলধারা—
পড়ে থাকে ভাঙাচোরা জয়পরাজয়ের শিবির?

ব্যাক্‌ডেটেড, চলে না আর, টানো আর সংলগ্নতাহীন
প্রলাপের মতো লেখো—উদ্দেশ্য বিধেয় থাকবে না
স্থির কোনো বিষয়ের দিকে কেউ যায় আর তোমার মতন
উদ্ভট দুর্বোধ্য হবে অনায়াসে শব্দ বসবে প্রতিভার হাতে
কেউ কিছু বুঝুক বা না বুঝুক, বাজুক বা না বাজুক, ছাড়ো
সাবেকি ওসব রাস্তা, বয়স তো ভালো হলো, কবে
টেঁসে যাবে ঠিক নেই, জল নয় লা লা আলো চোখে
ধূর্ত হও ক্ষিপ্র হও, হৃদয় ফ্রিদয় নয় মস্তিষ্কের খেলা
হাঁ করে শুনছ কি, ছাড়ো ট্যাক খসাও, কলকাতায় এলে
কফি হাউসের বিল জানোনা কে দেয়? ধুস্। মফস্বলী তুমি!
চলো রাত্রে নিয়ে যাবো ফূর্তি করতে, কবিসভা আছে।
কবিতা এনেছো? পড়বে। দেখবে কতো হাততালি। তোমার
কবিতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। চলে গেলে, কাল ওই ওরা
হাসাহাসি করবে, তুমি, আমি না জানালে কোনোদিন জানতেই পারবে না।

জলাপাহাড়ে

এত দীর্ঘ আঁকাবাঁকা পথ ভেঙে এত উচ্চতায়
শঙ্কিত শিখরে তুমি পাঠালে আমাকে
একা একা!

নিরুদ্ধ নিবিড় নগ্ন নির্জনতা আমি
ভালবাসি বলে
প্রকীর্ণ প্রকৃতি থেকে উচ্চারিত মন্ত্র আমি
জেনে যাব বলে
অনন্ত অরণ্য নদী পাথরের ভাষা
শিখে যাব বলে
এত একা!

আমি কি দেখিনি
প্রকৃতির পুঞ্জিভূত প্রচ্ছন্ন রহস্যমগ্ন তোমার ভিতরে?
পাথরের বুক ফাটা জলধারা উত্তুঙ্গ শিখর
দীর্ঘ চোখে অরণ্যের ভাষা
পার্বতী রাত্রির দীর্ঘ শীত

নিঃসঙ্গ পাইন-ঘন-ছায়া
তোমার ভিতরে?

কী আছে তাহলে এই জলাপাহাড়ের শীর্ষে
একাকী আমার
তীক্ষ্ণ হিম নিঃসঙ্গতা ছাড়া?

আর কোনোদিন

(দুর্গাদাস ঘোষালকে)

যখন ছিলে আমরা তখন ব্যস্ত ছিলাম দিগ্বিদিকে
একলা দূরের দরজা দিয়ে তাকিয়ে থাকতে তাকিয়ে থাকতে
ধূসর-স্মৃতি-সংহিতা কি পড়তে ভালো লাগতো তোমার?
ছোট্ট ঘরে সারাটা দিন সারাটা রাত কষ্ট হতো?
তাই কি পথে বেরিয়ে পড়তে টলতে টলতে করতে বাজার
বারণ করতো সবাই তবু মোড়ের দোকান-দাওয়ায় আসতে
আসতে যেতে দেখতে পেতাম গল্প করছো কথা বলছো
কাছে যাইনি কাছে যাইনি—এই অনুতাপ আজকে কাঁদায়
আমরা তোমার কাছে যাইনি কতো যে দিন একই সঙ্গে
আজ এসেছি, সমস্ত ঘর উপচে পড়ছে, তবুও কই
এ-মন ভরছে? তুমি যে নেই তুমি যে নেই তুমি যে নেই
আজ শুধু নয়, এবার থেকে চিরটাকাল তুমি যে নেই
আর কোনোদিন ব্যস্ত হয়ে বলবে না এইখানে বসো
আর কোনোদিন দু'চোখ বেয়ে খুশীর জোয়ার উঠবে না যে
আর কোনোদিন কোথাও আমার তোমার সঙ্গে দেখা হবে না
আমার একটা ছোট্ট কথা বলা হয়নি, আর কোনোদিন
বলা হবে না, দেখা হবে না দেখা হবে না দেখা হবে না।

ভালবাসার ঈশ্বর

লু সুন

বালকটি তার ডানা ভাসিয়ে দেয় স্থির হাওয়ায়
তার তীর যোজনা করতে থাকে ধনুকে
যা আঘাত হানবেই কোনো না কোনো ভাবে
তোমার বুকে।

'হে চির নবীন, তোমাকে ধন্যবাদ, তোমার অন্যমনস্কতার জন্যে।
তুমি আমাকে বলো, অনুগ্রহ ক'রে
আমি কাকে ভালবাসব?'
বালক আকুল হয়, মাথা নাড়ে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে
'তোমায় হৃদয় আছে! তুমি কী করে এমন প্রশ্ন করছো?
আমি কী করে জানবো তুমি কাকে ভালবাসবে।
যাইহোক আমি তীর নিক্ষেপ করছি।
শোনো, যদি তুমি কাউকে ভালবাসতে যাও
তা সকলকে, কেননা সকলের জন্যে তুমি
যদি কেউ তোমার ভালবাসার না থাকে
তোমার মৃত্যু শ্রেয়, কেননা সকলের জন্যেই তুমি।

তাদের বাগান

লু সুন

ছোট্ট বালকটির মাথায় কোঁকড়া চুল
রূপোলি সোনার আভার মুখে শোণিমা
দেখ, সে কেমন বাঁচতে চাইছে—
বিধ্বস্ত তোরণ দিয়ে বেরিয়ে সে
প্রতিবেশীর বাড়ির দিকে তাকিয়ে ঃ
তাদের বাগানে অজস্র সুন্দর ফুল।
কী দারুণ পরিশ্রমে ও সংগ্রহ করে
এক গুচ্ছ বন্য লিলি
জ্যোতির্ময় শাদায় যেন সদ্যোপাতি বরফ।
আনন্দে সে বাড়ি নিয়ে আসে ফুলগুলি
ফুলের দ্যুতি বালকের গালে আভা ছড়ায়
ফুলগুলি ঘিরে মৌমাছির গুঞ্জন
বাড়িতে কোলাহল।

বিদ্যাসাগর

কখনো গেছি কি বীরসিংহের পাশে?
বাদুড়বাগানে গেছি কি আমরা? তুমি
কোন্ পথে হেঁটে শিখেছিলে সংখ্যা সে
জানি কি, তাপস, কোথায় জ্বেলেছো ধুনি!

আজকে তোমার মূর্তি বানাই কতো
সভা টভা ক'রে সবাই স্মরণ করি
স্কুল কলেজের নাম রাখি যথাযথ
ফুলে ও মালায় বেদীগুলি সব ভরি।

একি পূজা! নাকি তোমার পূজার ছলে
বহু দূরে থাকি, স'রে যেতে থাকি সব
পৌরুষে আর মনুষ্যত্বে জ্বলে
তোমার মূর্তি। বেড়ে ওঠে কলরব।

মনে পড়ে? কারো মনে পড়ে? সেই মুখ?
একাকী যোদ্ধা অজেয় অপরাজিত
ব্যথিত বিশাল হৃদয়ে আহত বুক
পিছনে সমাজ ক্ষুব্ধ অপমানিত।

সামনে চলেছো তপস্বী ভগীরথ
অভিশাপে প'ড়ে আছে ছাই আর হাড়
করোটিতে আর কঙ্কালে সরু পথ
মায়ের শ্মশানে চ'লে গেছে বেদনার।

ষড়যন্ত্রের যন্ত্রীরা ম'রে ক্ষোভে
মর্যাদাবোধে অটল অজেয় তুমি
শ্মশানের দেশে আলো জ্বেলে গেছো কবে
সে আলোয় আজো দুখিনী জন্মভূমি

চেয়ে আছে; একা আগলায় ব'সে ব'সে
সে আগুন ঃ আজো পোড়েনি সংস্কার
বোধোদয় আজো হলো না নিজের দোষে
আমরা জানি না আগুনের ব্যবহার।

ভাগ্যিস

শুধু কবিতাই পড়ি। আমার আগ্রহ নেই কোনও
কবিকে দেখার। তাঁর বাড়ি গিয়ে আলাপ করার।
কেন নেই? ভয়। যদি সত্যি সে কবি না হয়! যদি
তাঁর দাঁত নখ লোম চোখে পড়ে! তার চেয়ে বেশ
বানানো পাহাড় নদী উপত্যকা অরণ্য প্রান্তর
প্রেম ট্রেম মনুষ্যত্ব বোধ টোধ নিছক শব্দের!

আশ্চর্য! কবির তবে দাঁত নখ থাকতে নেই? তার
ধান্দাবাজ ফেরেব্বাজ ভণ্ড হতে নেই? সে কি তবে
সাধুবাবা হবে নাকি? কবি তো মানুষ যে মানুষ
ব্যর্থ ও বেকার ভাই গলগ্রহ জনক জননী
অনায়াসে ভুলে থাকে। তাবলে লিখবে না
সৌভ্রাতৃত্ব বিশ্বপ্রেম? শব্দে গেঁথে গেঁথে?

জানি না। ভাগ্যিস কোনো নিয়ম করোনি কবি সহ
কবিতা পড়তেই হবে কবিদের বাড়ি যেতে হবে
দস্তুর হাসির সামনে সঙ্কুচিত করজোড় দাঁড়াতেই হবে।

গেলেই হলো

এই যে হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছি নিরুদ্দিষ্ট
এই তো জীবন।
অথচ এও ভেবেছিলাম, ভেবেছিলাম
কোথাও নামব
হয়ত ভাঙাচোরা ইঁটের কিংবা মাটির
ঘর বানাব যেমন তেমন
ভেবেছিলাম

রোদে জলে নিরপরাধ এই যে শরীর
তাকে রাখব
মাটির দাওয়ায় মলিন কাঁথায়
ঠাকুরদাদার গ্রামে টামে
উদোম দীঘির শ্যাওলা দামে।

একটি পাখির পলকা পাখায়
ওড়ার মতন
এই যে হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছি নিরুদ্দিষ্ট
এই কি জীবন, যাক্‌গে, আমার
কাজ কি বলো অতশতয়
গেলেই হলো যেদিকে হোক।

তুমি হেসেছিলে

যেন তুমি বলেছিলে, অতটা ভালো না
এত অহংকৃত শিল্প—অন্তত মাটির—
যেন তুমি বলেছিলে
চোখের জলের স্বপ্ন শ্রীহীন কপোল বেয়ে
গড়িয়ে যেতে দেখে।

যা গেছে তা গেছে তুমি থামো একা যেওনা যেওনা
রূপকথার তেপান্তরে জ্যোৎস্না নেই
নিরুদ্বিগ্ন, ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী
অন্য অরণ্যের বুকে চলে গেছে
ঘুমের ভিতরে
যেন তুমি বলেছিলে।

আমার সাহস ধৈর্য পরাক্রম সহনশীলতা জয় ক্ষমা
তুমি জেনেছিলে তুমি তর্জনি সংকেতে ভীরু সীমা
ঘুমের ভিতরে বাহিরে দেখিয়ে দেখিয়ে
যেন হেসেছিলে।

নিশ্চিত মৃত্যুর কাছে থেকে

আজ কোন্ প্রশ্ন করব পিতামহ, কোন্ প্রশ্ন এই অন্ধকারে
আজ কোন্ কথা বলব দগ্ধ-বুকে প্রতারিত প্রেমে
পিতামহ অন্ধকার আমাদের চতুর্দিকে কী গভীর হয়ে আসছে আর
ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছি ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছি ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছি কেন
কেন আজকে পৃথিবীর ভয়াবহ নিঃশব্দতা নেমে আসছে বলো!

আমার বুকের রক্তে কতো লক্ষ বছরের যন্ত্রণারা আর্তনাদ করে;
আমার হৃদয় থেকে অকস্মাৎ এত শব্দ রক্তাক্ত দারুণ
ছিন্নভিন্ন করে যায় এ অমোঘ নিঃশব্দতা পিতামহ, কান্নার সিঁড়িতে
অথবা আশ্চর্য শুষ্ক পিপাসার প্রান্তে আমি শেষ প্রান্তে এসে
কোন মন্ত্র উচ্চারণ করতে আজ পারি না পারছি না।

আমার এ বেদনার কথা আজ কাকে বলবো গন্ধেশ্বরী নদী
আমার যে অসম্ভব আলোকের ইচ্ছারা মরবে না—
আজকে বড়ো অসহায় বড়ো ক্লান্ত বড়ো বেশী অন্ধকার আকাশের নীচে
নিশ্চিত মৃত্যুর খুব কাছে থেকে বিপন্ন বিস্ময়ে আমি জননী, তোমাকে
একবার ডেকে যাবো একবার একবার নির্জনতা চূর্ণ করে যাবো।

আমার অমোঘ মৃত্যু, তোমাকে নিবিড় তীব্র এত বেশী হিম
মনে হচ্ছে বড়ো বেশী কাছে থেকে বড়ো বেশী একান্ত একাকী
আমার সমস্ত আলো তীব্র তীক্ষ্ণ ঢেলে দেব ঢেলে দিয়ে তোমার শরীরে
মুখোমুখি দেখে যাবো—পৃথিবীর সব গল্প সব কান্না ভুলে
কিছুক্ষণ মগ্ন হবো, তারপর পিতামহ, তোমাকে ডাকবো না।

বয়স

আমি আর রেবা আজ অনেক বছর
কেঁদুয়াডিহির মাঠে গিয়ে বসিনি
নতুনচটিতে ছোট একতলা ঘর
মাঝে মাঝে চকে গিয়ে কাপ প্লেট কিনি।

আমি আর রেবা রোজ কাঠজুড়িডাঙা
হেঁটে যাই, ঝ'রে যাই ব্ল্যাক বোর্ডে, আর
সন্ধ্যায় ছাদে ব'সে দেখি মেঘরাঙা
পহেলা ফাগুন ঠিক এসেছে আবার

আমরা যাইনা আর স্টেশনের ব্রীজে
ভৈরব স্নান হয়ে পথে পথে পথে
কতোকাল দু'জনেই ফিরিনি যে ভিজে
মেদুর দুপুরবেলা লোকপুর হতে

আমি আর রেবা আজ কেউ কাউকেই
খুব বৃষ্টির দিনে কিছুই বলিনা
খুব দুঃখের দিনে ভোরবেলাতেই
উঠে দেখি তিনি আজো এসেছেন কিনা।

বুলুর জন্যে

বুলুর জন্যে দু'চার লাইন লেখা—
ভাষা জোগাও সন্ধ্যা তারা, নদী,
হলো না যার সঙ্গে আজো দেখা
সে ভাষা দাও জীবন নিরবধি।

বুলুর জন্যে এককোঁটা অশ্রুতে
বাহান্নটি গল্প উঠুক কেঁপে
শীর্ষ যাদের পারে না কেউ ছুঁতে
সে ভাষা আজ আসুক বুকে ঝেঁপে।

জ্যোৎস্না, তুমি মেনো না আজ আইন
বুলুর জন্যে লেখাও দু'চার লাইন।

ছেলেরা

আমার ছেলেরা জঙ্গলে গেছে কবে
তোমার ছেলেরা পাহাড়ে? তাইতো হবে।
সমুদ্রে যেতে হয়তো এবার চায়।
যাক। তবে এক শর্তসাপেক্ষকতায়।
শর্ত : স্বাধীন স্বদেশ দু'হাতে নিয়ে
দুই শতাধিক কোটি হাতে তুলে দিয়ে
চ'লে যেতে হবে, বিধায়ক সাংসদ
না হয়ে না ধ'রে গেলাসে রঙিন মদ।
আমাদের সব এলোমেলো ক'টি ছেলে
পাহাড়ে ও বনে রয়েছে। কে ভয় পেলে!
আমাদের এই তর্জমাহীন ভাষা
বোঝো না? তাহলে কীসের যে ভালবাসা!

শুধু জলে

শুধু জলে গোলাপ ফোটে না।
তুমি ওই জলে দ্রব করো
দুঃখ সুখ আনন্দ বেদনা
দ্রবীভূত করো ভালবাসা
সারাৎসার মেশাও মাটিতে
গোলাপ জানে না? সব জানে।
তুমি ভাবো জল শুধু জল
টবের মৃত্তিকা শুধু মাটি।
কখনো এ কথা সত্য নয়—
বলে খুব ঝুঁকে নিচু শাখা
নেমে এসে দিগন্তের ঠোঁটে
সচুম্বন জেনেছে আকাশ।
শুধু জলে গোলাপ ফোটে না
ভালবাসা ছাড়া গোলাপের
মিথ্যে এই সুন্দর পৃথিবী।

যাবো

আমি কি কিছু নিয়েছি নিচু হয়ে?
তাহলে কেন আমাকে যেতে বলো
অপরিচয়ে জয়ে ও পরাজয়ে।
সকাল গেছে দুপুরও শেষ হলো
এখন খালি বিকেলটুকু ছাড়া
রাখিনি কিছু মুঠোতে তবু তুমি
কেন যে যেতে কেবলই করো তাড়া
দখল ক'রে এটুকু মনোভূমি।
কী ক্ষতি যদি তোমাকে ছেড়ে তাকে
এ বুকে টানি এমন নদী বাঁকে
ভাসাই ভাসি নিম্নগামী জলে?
তোমার কাছে যাবো তো রাত হলে।

দিক বদল

এবার অভিযান গ্রামের দিকে
শান্ত ঘরে ঘরে ছড়াও বীজ
অসাড় মানুষের শিরদাঁড়ায়
আঘাত করো, ওরা জাগুক আজ

এবার শ্লোগান গ্রামের বুক
কাঁপাক ধানক্ষেত ও সরোবর
এবার প্রতিবাদ পাইপগান
গ্রাম্য কিশোরের হাতে ফিরুক

দীর্ঘ ব্যথিত শিরা এবার
বুঝুক, হয়েছে অপব্যয়
সবুজ ঘাসে ঢাকা আত্মা আজ
ধ্বংসে মেতে হোক ক্রুদ্ধ লাল

চালাও অভিযান, বন্ধুগণ!
শহর থেকে গ্রামে দলে দলে
শহর হয়ে গেছে যেন শ্মশান
গ্রামের পাঁজরে নাচ জমুক।

জানি না

আমারও যাবার কথা ছিল
ওই ভাবে বিদ্ধ হতে হতে
নিরুচ্চার প্রেমের ভিতরে
আমারও বলার কথা ছিল
এ জন্মের বিনিময়ে দাও
আর একটি জীবন শুধু ফিরে
আমারও বুকের মধ্যে ছিল
সেই প্রেম সেই একই প্রেম
কেন ছিল! এখনো কি আছে!
জানি না। কেবল কষ্ট হয়।

সুগন্ধ

কোথাও তো ধূপ জ্বালিনি
তাও সুগন্ধ!
কোথাও তো কেউ আসেনি
তাও সুবাতাস!
রুক্ষ কাঁটাজমি
তবু সমুদ্র
শ্রাবণ মেঘে মেঘে মেঘে
সজল চোখ
কাউকে ভালবাসিনি
তাও অশ্রুময়
দুপুর সারা দুপুর
মধুর যন্ত্রণা
জ্বালিনি ধূপ জ্বালিনি
তাও সুগন্ধ!

প্রেম সম্পর্কিত

পারিনি দেখাতে আমি খাজুরাহো তোমাকে এখনো
রুক্ষ পাথরের বুকে নিষ্করুণ কারুকার্য শ্লোক
সম্রাটের মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের মর্মর সৌধভূমি
জ্যোৎস্নালীন সমুদ্রের তরঙ্গিত দূরমগ্ন চোখ
নীলাঞ্জন রোদ্দুরের যৌবন-রক্তিম কোনো বেলা।
আমার পৃথিবী ঘিরে দুঃখভুল রুক্ষ কাঁটা জমি
খণ্ডিত সংসার স্বপ্ন পদ্মপাতা-কাঁপা-ভীরু জল
দিন আর রাত্রি ঝরে রূপকথার রাজপুত্র কাঁদে
বেদনার কারুকার্যে ভরে ওঠে অন্ধকার ঘর।
তবু যদি অমনস্ক পা ফেলো কখনো প্রিয়তমা
প্রতিটি চুম্বন দেখো কবিতায় করেছি চিত্রিত
প্রত্যহের রক্তস্রোতে তোমারই বিম্বিত মুখচ্ছবি
শব্দপ্রস্তরের ওষ্ঠে চিবুকে করেছি আন্দোলিত।

সব কিছু ঝ'রে যাবে সব গল্প—যন্ত্রণার নদী
তবুও তোমার নামে আমার কবিতা সখি, স্মরণের মন্ত্র নিরবধি।

অলীক

সে রোজ আমার পাশে শুয়ে থাকে আমি স্পষ্ট অনুভব করি
তার গাঢ় নীল আত্মা সে আমার অন্ধকার ব্যথার প্রহরী
আম তাকে ছুঁতে চাই আমি তাকে ভালবেসে আমি তাকে ক্রোধে
ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলতে চাই সে হাসে আলোর স্রোতে সবুজ সরোদে
সে আসে যখনি তাকে ফেলে চলে যেতে চাই কঠিন মিছিলে
আহত জন্তুর মত পিছু নিই যেন তাকে পেলে খাব গিলে
সমস্ত প্রস্তুত, ঠাণ্ডা মসৃণ ইস্পাতে হাত, ঝিঁ ঝিঁ ডাকে, একি
আমার লক্ষ্যের সামনে তার নীল সবুজ হলুদ, তবে সে কি
আজো ভেঙে দেবে সব আজো? আমি কী ভীষণ প্রতিরোধে তার
করুণ মিনতি মাখা মুখে ছুঁড়ি কোটি কোটি আগ্নেয় উল্কার
মৃত্যুপিণ্ড, অথচ সে তক্ষুণি কী অনায়াসে কেড়ে নেয় তূণ
ভেসে যায় শ্রম শস্য নারী রাত বর্শা-ফলকের ঘাম নুন
তারপর হেঁটে যায় চূড়ায় চূড়ায় তার পা রেখে, আমাকে

নিচু হয়ে দেখে দেখে, আমিও কয়েক পা কিন্তু ওই ভাবে তাকে
অনুসরণের সাধ্য আমার কি। ঘরে ফিরি। শুয়ে থাকি। ভোর।
সে এসে বিছিয়ে গেছে সারারাত বুনে বুনে বেদনার পশম কি ওর।

চলো যাই

মানুষের মনে পড়ে অনতি-অতীত বর্ণমালা
সুখের দুঃখের রঙ ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে যায়
ছায়ার পিছনে ছায়া পড়ে মুছে দেয় শরীরীকে
বুভুক্ষু আগুন তার চোরাস্রোত কিছুতে নেভে না—
তবু থাকে। তবু থাকে। আমরা জানি না তবু থাকে
স্পর্শাতীত শব্দাতীত শ্রবণ-অতীত থাকে সব।
তাই মৃত্যু শস্যময় তাই জন্ম জটিলতাময়
চলো যাই অন্ধকার যমুনার অধীর সমীরে।

শরীর তবু

ওষ্ঠ তোমার সিক্ত ছিল অন্ধকারে
রিক্ত ছিল হৃদয় ব্যাকুল ফুলের মত
অনর্গলের দরজা ছিল বন্ধ দ্বারে
আমার শরীর ত্রস্ত ছিল ইতস্তত

বৃষ্টি ছিল তুমুল হাওয়া শ্রাবণ ঘন
মেঘের দেয়া কদম ফুলের বজ্রপাতও
সৃষ্টি ছিল প্রলয়কালীন আমার মনও
শরীর ছিল ত্রস্ত ঈষৎ ইতস্তত

কোথায় তুমি কোথায় তুমি কোথায় তুমি
এই হাহাকার হাজার কবির মুচড়ে হৃদয়
ভাসায় ভাসায় চূর্ণ করে বাস্তুভূমি—
শরীর ছিল ত্রস্ত যেন কী হয় কী হয়

সুখ ছিল নীল অপর্যাকুল আলিঙ্গনে
শরীরহারা শব্দবিহীন ঃ ওষ্ঠপুটে
তীর্থ ছিল পরিব্রাজক শুদ্ধ মনে
শরীর তবু শরীর ছিলই ধুলোয় লুটে

এখনো স্বপ্ন

এখনো স্বপ্ন তাড়া ক'রে ফেরে
চাঁদ ডুবে যাওয়া রাতে
যখন এনেছি মাটির বেদনা
জলে ভেজা দুটি হাতে

এখনো স্বপ্ন কাঁপে থরো থরো
যেন ঝড়ে দীপ শিখা
মাটির পথের ধুলোতে বালিতে
পাথরের স্লেটে লিখা

এখনো স্বপ্ন পাঁজরের তলে
প্রবাদের শ্লোকে স্থির
দিনের দগ্ধ সীমারেখা ছুঁয়ে
মায়াবিনী রাত্রির

এখনো স্বপ্ন এখনো স্বপ্ন
এখনো স্বপ্ন জ্বলে
তোমার অলীক অসম্ভবের
থরো থরো ছায়াতলে।

মুক্তো

এখনো কেন তাকিয়ে থাকি দূরে
সকাল যায় দুপুর যায় ঘুরে
বিকেল আসে ছড়িয়ে ম্লান ছায়া
এ পথে তার এখনো আসা যাওয়া!
জানি সে আর আমার এই হাতে
নেবে না কিছু, সরিয়ে নেবে চোখ
সহসা ঝড় জলের খুব রাতে
হৃদয় ভয়ে স্তব্ধ নিরালোক
আমি তো কিছু বলিনি কোনোদিন
সেও তো কিছু রাখেনি কোনো ঋণ
আমরা সব পেরিয়ে বহুদূরে—
সকাল গেছে দুপুর গেছে ঘুরে
এসেছে ছায়া গোধূলিরেখা নিয়ে
নেমেছে নীল নেমেছে অবিরল
আসতে যেতে যাবে কি রেখে দিয়ে
একটি ফোঁটা স্বাতীর সেই জল।
মুক্তো হবে। মুক্তো হবে। হলে
কেউ কি নেবে? প্রণাম করার ছলে?

দেখা হবে

আবার গভীর থেকে উঠে
প্ররোচনা দেয় ওই মুখ
আবার কোমল কুঁড়ি ফুটে
দুলে দুলে দেখায় কৌতুক

দক্ষিণ সমুদ্র থেকে কথা
সুদূর আকাশ থেকে কথা
ভেসে এসে ঘুমন্ত আমাকে
শুধু ডাকে শুধু ডাকে ডাকে

জানু পেতে ব্যাকুল হৃদয়
ছুঁতে চায় পরাগসম্ভব
সেই মুখ মগ্ন জলময়
আর তীরে ওঠে কলরব

দূরভাষে এত জল! এত!
অতল গভীর থেকে দিলে
আমি ভেসে যাই—তুমি সে তো
জানো—তুমি আগে জেনেছিলে

দু'প্রান্তে দু'জন খুব একা
এ রকমই গল্প চিরকাল
দেখা হবে দেখা হবে দেখা
একদিন ছিঁড়ে মায়াজাল

তোকে বকলে

তোর চোখে জল দেখলে তীর্থ ডাকে এসো এসো বলে
অমর্ত্য সন্ন্যাস ডাকে বহুদূর গেরুয়া নিশানে
একটি সুদূর জন্মমৃত্যুময় পথের প্রান্তের নির্জনতা।
তোর মনে কষ্ট হলে ঘাসের আশীর্ষ কেঁপে ওঠে
মেঘে মেঘে ঢেকে যায় মেদুর মায়াবী চরাচর
তোকে বকলে মা, আমার ভেঙে যায়
এ তাসের ঘর।

তোমার অসুখ, তোমার ইচ্ছে

তোমার অসুখ
আমার বাগান শুকনো পাতায় জীর্ণ ডালে
মনমরা খুব, একটা পাখি ব'সেই থাকে ব'সেই থাকে
কাঠবেড়ালী শান্ত এমন যেন হঠাৎ হাত বাড়ালে
নড়বে না সে
বিকেলবেলার স্তব্ধ বিষাদ শুভ্র মেঘে
স্থির হয়ে রয়
অস্ত যাবে অরুণ রাগে রঞ্জিত সব অস্ত যাবে
সূর্য
তোমার
অসুখ
আমার অশ্রু গোপন অশ্রু ঝরে শিউলিগুলি
সহস্র সব অপরাধের পাহাড় ধসে ত্রুটির পাহাড়
বুকের পাথর কাঁপছে তোমার সজল দৃষ্টি
বুকের পাথর গলছে তোমার গায়ের গন্ধ
বুকের পাথর আগ্নেয় স্রোত প্রবহমান
তোমার অসুখ
তোমার অসুখ
তোমার অসুখ
অপেক্ষমান কান্না আমার শরৎ আলোর বন্দনাগান
অধীর বালক একলা বালক অন্ধকারে
তোমার ইচ্ছে
তোমার ইচ্ছে তোমার ইচ্ছে জানতে জানতে বৃদ্ধ হলো

সত্যি দেখ

এই যে দুদিন যাই আসিনি
দেখা করিনি কিছু লিখিনি
এই যে দুদিন কাটল, তোমার
সঙ্গবিহীন, একলা আমার
ব্যস্ততাতে!

কেমন ছিলে?
কেমন ছিলে? ভালো?
বোধহয় দুঃখ পেলে।
আসলে এই দুঃখ দিতে মন কি মানে?
হৃদয় জানে
আর জানে এই দেবদারু গাছ
আর জানে ওই গভীর রাতের
সাতটি ঋষি
কাঁসাই নদীর জল ছোঁয়া ওই
ল্যাভেন্ডারের বনও বোধহয়
উথালপাথাল বাউল বাতাস
এবং হাওয়ার দুপুর বেলার
রোদের নূপুর

কেবল তুমি
অভিমানের পুজোয় ব'সে
অনেক নীচে আমার মুখে তাকিয়ে দেখ
নিংড়ে পাথর
জলের ধারা!

সত্যি দেখ!

গন্ধরাজ

কিছুতেই আজ কিছুতেই আজ থামেনা জল
ছলাৎছল
ঝোড়ো হাওয়া কাঁপে মাটিতে লুটিয়ে বেদনা সব
কী নীরব
এরকমই এক অন্ধঅতীত বধির রাত
অকস্মাৎ
বুকে উঠে আসে শুয়ে থাকি ভয়ে নির্বিকার
অন্ধকার
রক্তে কাদায় পড়ে থাকে দেহ হাড়পাঁজর
অনশ্বর

আমি খুঁজে ফিরি বরাভয় তবু রাত্রিদিন
দেহবিহীন
তারা ছিঁড়ে পড়ে আকাশ মুচড়ে রক্তমেঘ
ভীষণ বেগ
প্রেতায়িত হাত করোটি কুটিল করেছে ভিড়
কী নিবিড়
কিছুতেই যেন কিছুতেই আজ মিটে না তার
এ হাহাকার
আকাশে মাটিতে মেলে ধরে তার ওষ্ঠপুট
এই অটুট
দেহ শুষে নিতে দেহের ভিতরে গভীর বন
সুপ্ত মন
হিংস্র, জাগাতে চেপে ধরে তার পিপাসা মুখ
আঃ কি সুখ
আঃ কি তীব্র গরল আহা কী জটিল জল
ছলাৎছল
কিছুতেই আজ কিছুতেই আজ থামেনা আজ
গন্ধরাজ

তিনটি তামস কবিতা

কুকুর
পিছু পিছু বহুদূর পর্যন্ত চলে আসে
নেড়ি কুকুরের মত কবিতা
তাড়ালে যায় না, দাঁড়ালে যায় না, আড়ালে দেখি
ব্যাটা ঠিক ধুঁকছে
লকলকে জিভে জল শীর্ণ পাঁজরে ক্ষিধে
চকচকে চোখে লোভ
বহুদিন হল গ্রাম ছাড়া জমিজমা বর্গায়
হতচ্ছাড়াকে কি খেতে দিই—
বিষ ছাড়া।
শুনেছি সাতে পাঁচে মরে, অর্থাৎ বারো পেরোয় না
কিন্তু কই?
তবে কি ও মধ্যবিত্ত-মনস্ক সত্তার প্রতিচ্ছাবি
নিষ্ক্রিয় মস্তিষ্কজীবীর বিলাপ-বিলাস!

শেয়াল

শেয়ালের মত ধূর্ত ও ধান্দাবাজে ভ'রে গেছে দেশ
হুক্কাহুয়ায় উচ্চকিত দিনগুলি রাতগুলি
ভীতু পাখিরা ডানা ঝাপটায়
রোমাঞ্চিত করে ডেকে ওঠে পেঁচা
গোয়েন্দা গল্পের বাদুড়
মড়ার মাথার খুলি
আর পিস্তল
ছেলেবেলার মোহন সিরিজ
আমার ভারতবর্ষ

পেঁচা

রোজ ভিড়ের ভিতর তাঁর সঙ্গে দেখা হয়
পায়ে পা কনুইয়ে কনুই ঠেকলে
চোখ গোল করেন
দিনের আলোয় কিছু দেখতে পান না ব'লে
যা খুশি বিবৃতি দেন বক্তৃতাও
বিরুদ্ধপক্ষের কিছুই ভালো দেখতে পান না
চোখ পাকিয়ে দেখেন
অন্ধকার আর কতদূর
আমাদের মতো ইঁদুরের বাচ্চারা বড্ড বেড়েছে যে!

বন্ধু

(রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত)

কখন তোমার সঙ্গে পরিচয় সে আমার ঠিক মনে নেই
তুমিই রক্তের মধ্যে মিশে গেছ জীবনে প্রথম
যেকোনো দুর্দিনে আজও তুমি এসে ঠিক দাঁড়াবেই
আড়াল করবেই জানি আমার হাওয়ায় কাঁপা মোম।

ঘরের জানালাগুলি খুলে দেবে চাঁদ জ্বেলে দেবে দূর বনে
সজল মেঘের ছায়া এনে দেবে বৃষ্টিহীন বৈশাখে উত্তাপ
গান গেয়ে নিয়ে যাবে শরীর ছাড়িয়ে নীল রাত্রির উঠোনে
যেখানে একাকী আমি চতুর্দিকে লোভ অপমৃত্যু আর পাপ।

ছেলেবেলাকার বন্ধু কেউ নেই তুমি ছাড়া এখনো আমার
কখনো ঈশ্বর এলে ছেড়ে দেবে এ আসন জানি তুমি নিজে
জীবনে মৃত্যুর অর্থ জীবনে জন্মের অর্থ ক'রে একাকার
আমাকে জাগাতে, দেখি, তোমার দু'চোখ রক্তে ভিজে।

আমার অধ্যাত্মলোকে তোমার নামের শব্দ ওঠে
তোমার নামের শব্দে ভ'রে যায় সমস্ত শিবির
তোমার নামের শব্দ আমার দুঃখের করপুটে
আমার আনন্দে জয়ে পরাজয়ে নিরন্ত্র নিবিড়।

এক টুকরো

চেয়ে দেখ, সখা, অন্ধকার আজ কি গভীর।
পাশাপাশি কেউ কাউকে চিনতে পারছে না।
কত নিঃসঙ্গ কতো একা সব।
চেয়ে দেখ, রোমশ জন্তুরা সব পথে বেরিয়ে পড়েছে
তাদের নখে দাঁতে কতো হৃদয়ের ছেঁড়াখোঁড়া টুকরো
কত চোখের মণির সজলতা।
দেখ, আকাশের চাপা রাগ রক্ত মেঘে কতো নিবিড়
বাতাসের চাপা হাহাকার লুকিয়ে থাকছে না কোথাও
মন্ত্রিত কলস্বরে দ্রুত ধাবমান স্রোতস্বিনী
কী তীব্র মৌন অথচ রোরুদ্যমান সহিষ্ণু মৃত্তিকা!
তুমি কার জন্যে পাশ ফিরে শুয়ে আছো এখনো?

কবির সঙ্গে আলাপ

এখনো তোমার মাত্রাবৃত্ত? হোপলেশ। আমি যাই
আমিও, বলেই করমর্দনে ব্যথিত হাতটি নিয়ে
ফুলকপি আর পালং কিনেই, নিজস্ব ঘরানাই
বেছে নিই, রাতে রবীন্দ্রনাথে আশ্রয় নিই গিয়ে।

বহতা নদীর স্রোতে

অমিতা, তোমার সঙ্গে দেখা হলো না, আমি
প্রচণ্ড ইচ্ছাকে বুকে চেপে নিয়ে রোদ্দুরের স্রোতে
কী দেখেছি জানো, আমি, সমস্ত দৃশ্যের প্রেম প্রীতি
স্নেহ ভালবাসা সব ভেসে যাচ্ছে ভেসে যাচ্ছে দূরে।

এমনি সব আকাঙ্ক্ষারা আমার শেষ সাক্ষাতের প্রচণ্ড ইচ্ছারা
চলো যাবে রোদ্দুরের স্রোতে ঝরবে শিশিরের মতো
এমনি আমি জেগে থাকব সারা রাত অমিতা তোমার
অত্যাশ্চর্য্য আকাঙ্ক্ষায় প্রার্থনার ভাষা কণ্ঠে নিয়ে—

আমার সমস্ত কথা তোমাকে বলার ইচ্ছা ছিল
আমার আলোর ব্যথা অন্ধকার আকাঙ্ক্ষা কাহিনী
কোন এক কান্না-ভীরু কার্তিকের ধূসর ধূসর মাঠে ব'সে
শুধাতাম সেই প্রশ্ন অনমস্ক রাতের সিঁড়িতে।

বহতা নদীর স্রোতে অমিতা তুমি ও আমি আর
আমাদের রৌদ্রায়িত বেদনার সব পুষ্পগুলি
সব কথা সব ইচ্ছা হৃদয়ের অনেক সঙ্কেত
ভেসে যাবে ভেসে যাচ্ছে প্রতি দণ্ডে প্রতি পলে পলে।

সময়

যখন প্রায় কিছুই নেই মেলেছি দুই মুঠো
শাসায় মেঘ রাঙায় চোখ ভীষণ ঝড়ো হাওয়া
পাঁজর তলে জাগর দীপ করতলের কুটো
কাতর চায়, আমার মুখে, বৃথাই সেই চাওয়া

ও দীপ, আমি বাঁচাই তোকে কী করে বল দেখি
ও খড়কুটো, এ মুঠো আর রাখতে তোকে পারে
শহর গ্রাম এখন মিলে মিশেছে ত্রাসে একি
ঝড়ের পাতা চেনা কি যায়! এমন হাহাকারে?

তবুও আছে লুকোনো সেই বিশ্বাসের ফোঁটা
অজপা সেই মন্ত্রটুকু কণ্ঠে আজও আছে
এ মন বলে সাহস কতো দেখি সমস্তটা
যখন আজ কিছুই নেই তখনই সব আছে।

অন্ধকার

অন্ধকার চিরকাল গাঢ় হয়, হবে;
নদীতে নদীতে মাঠে শান্ত নীল উঠোনে প্রান্তরে
সর্বত্রই একরকম, সেই একই স্বাদ
একই বর্ণ—কোনোখানে কোথাও কখনো
দু-একটি মুখের ছবি ফুটে উঠে না, একা
অসম্ভব একা লাগলে কখনো নিজের
বিষাদের বড় মুখোমুখি
হলেও যাবে না দেখা না বিষাদ না নিজের মুখ।

আমি তো অনেকদিন শীতার্ত অঘ্রাণে
নদীর বিষণ্ণ মুখে নদীর শরীরে
এক স্বাদু অন্ধকার দেখেছি নক্ষত্র-যন্ত্রণায়
কেঁপে যায়, শিমুলের সেগুনের বুকে
কয়েকটি রাত্রির পাখি ভীরু চোখে একটি গল্পের
অন্ধকারে ডানা ঝাপটে, কেউ
আহত যন্ত্রণা বুকে ফিরে গেছে তার শেষ শান্ত অন্ধকারে।

তবুও কখনো এই অন্ধকার আমার উঠোনে
আহত নির্জন হয়ে স্থির হলে বড়ো
চিত্ররূপময় লাগে, শতাব্দীর প্রচুর কাহিনী
রূপ হয়ে ঝরে, আমি সমস্ত নক্ষত্র নদী পাখি
স্পষ্ট অতি স্পষ্ট দেখি আমি শেষ বেদনার কারুকার্যময়
সেই অন্ধকার বুকে ছুঁয়ে বুকে চেপে
আমি এক আলোকিত তীক্ষ্ণ অনুভবে
অস্থির তরঙ্গে আমি অস্থির তরঙ্গে একা একা
প্লাবিত প্রান্তরে আহা ভেসে যাই দিক্‌চিহ্নহীন।

তাকে

আকাশের দিকে তাকাবার অপরাধে তার
চোখ দুটি খুলে নেওয়া হলো
গোলাপ লাগাবার জন্য খুলে নেওয় হলো আঙুলগুলি
নিঃশ্বাস নেবার অপরাধে
পাঁজর তলের ফুসফুস খুলে গেঁথে নেওয়া হলো বর্শায়
স্বপ্ন দেখতো বলে ওর হাড়ের ভিতরের ইচ্ছেগুলি
টাঙিয়ে দেওয়া হল চৌমাথায়
যখন আর কিছুই নেই
না রক্ত না মাংস না হাড় না একবিন্দু কিছু
তাকে পাহারা দিতে লাগল
একদল ভয়ঙ্কর সৈনিক।

কলকাতায়

বাঁকুড়া বীরভুম থেকে পুরুলিয়া মেদিনীপুর থেকে
নদীগুলি নেমে গেছে কলকাতার দিকে
ফুটপাতে ফুটেছে গিয়ে শতধাবিদীর্ণ হয়ে
সুখনিবাস গ্রামের শিমুল
গন্ধেশ্বরী শ্মশানের জবা
সল্টলেকের কার্ণিশে
পলাশবনীর বহু পুরনো বটের পেঁচা
দেখা যায় কফি হাউসেই
অ্যানটেনার বনে বনে অন্বেষণে হন্যে হয়ে মরে
কলকাতার কৃকলাশ কবি।

বোখুম থেকে

বোখুম থেকে ফোন করেছো
বাবা, আমি বুলু বলছি
কেমন আছো? মা ও রাকা?
আমরা বলছি বাজার থেকে—

বোখুম থেকে স্পর্শ করছো
আমরা ভীষণ আনন্দিত
আমরা খুবই খুশী হয়েছি
তোমরা দুজন সুস্থ থাকো

তুমি ভীষণ শীতকাতুরে
হিমাদ্রিও। গরম জামা গরম টুপি জড়িয়ে নিও
বাইরে গেলে—ঘরেও, কেমন?

দুদিন পরেই বোধন হবে
দুদিন পরেই পুজো। আমার
উমা এবার আসবে না। তাই
শিউলি ঝরে শিউলি ঝরে

কুড়োই ভরি ফুলের সাজি
বুড়োই শাদা মেঘের চুলে
লিখতে লিখতে মনের ভুলে
চেঁচাই, ওমা, চা দেবে না?

চশমা, ওমা চশমাটা দাও
বইটা কোথায়? ওমা জানো
আজকে আমার হয়নি পড়া—
কেউ বলে না, না হোক্
এখন চাকরি কোথায়

তোমরা এখন জার্মানিতে
তুষারবনে হাঁটছ দুজন
এখানে আজ শিউলি চাঁপা
তোমার স্মৃতি ওতপ্রোত

নতুনচটি

শিকড় ভাঙে কাঁকর তার মাটির নীচে একা
আকাশ ঢালে প্রখর তাপ নদীর মৃতদেহ
শুকনো চোখ নষ্ট স্মৃতি দেয় না কেউ দেখা
বন্ধুহীন টুকরো কাঁচ পাঠায় কেহ কেহ

সাপের মতো ঘুমোয় কালো বিদ্যানিধি রোড
প্রাচীন শাল সেগুনময় বাঁকুড়া জেগে থাকে
পৌরাণিক পুঁথির পাতা সাংকেতিক কোড
লণ্ঠনের ছায়ায় রাত দীর্ঘ হয় বাঁকে

জীবন রোজ বাড়ায় হাত কাঠজুড়িডাঙা
দুপুর নেয় মজ্জা ঝাঁটিপাহাড়ী ক্লাশ ঘরে
জানালা জুড়ে শুশুনিয়া ওপারে ছোলাডাঙা
ব্যাকডেটেড ছন্দে শুধু মন কেমন করে

ছিল না যেন যাবার কথা কোথাও কোনদিন
ক্ষয়েছে অতি ব্যক্তিগত শব্দগুলি শুধু
রয়েছে পরিশোধ্য পরিত্যক্ত ভুল ঋণ
সয়েছে সব এ প্রান্তর উদাস মাঠ ধু ধু

নতুনচটি স্বস্ত্যয়ন তিয়াত্তরের পাঁচ
রবি গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে কড়া নাড়ে
কে আসে পায়ে বিঁধিয়ে ভাঙা স্মৃতির নীল কাঁচ!
কেউ না। হাওয়া। শ্রাবণ দিন। কেবল জল পড়ে।

কাকে মনে পড়ে

এমনি ক'রেই আসে চলে যায় নির্দ্বিধায়
ফেলে যায় স্থির একবারো ফিরে তাকায় না।
মেঘ জ'মে জ'মে ছেয়েছে ব্যাকুল নিচু আকাশ
দাঁড়িয়ে রয়েছি অকূলে তাকিয়ে নিষ্পলক
ফিরেছি না আছি একলা এখনো সারাটা দিন
মনে কি হলো না, চলে গেলে দ্রুত পদপাতে
এভাবেই যদি চলে যাবে কেন এসেছিলে!

আমি তো ডাকিনি, খেয়ালী বাতাসে আনমনা
ভেঙেছি আমার দিবস রজনী ঘাড় নিচু
বেজেছি ব্যথায় বেদনায় তাপে জলে ঝড়ে
ফিরেছি একাকী পথে পথে পথে ধুলো মলিন
ঝরেছি ব্যাকুল বৃষ্টির মত নিঃসহায়
ক্ষ'য়েছি তোমার চোখের সামনে নিরাবয়ব!

এইভাবে কেন আসো চলে যাও নিস্পৃহ
ভালবাসো স্মরগরলের বাঁশি বিরহময়
কক্ষচ্যুত তারকার মত ভেসে আসো
পথহীন পথে চকিতে ঘনাও অন্ধকার
কাকে ফেলে কার বুকের বাগানে ফুটে ওঠো
কী যে অপরাধ কী যে ত্রুটি কী যে অবহেলায়!

একি রীতি একি দুরধিগম্য বিরোধাভাস
গরলে অমৃত অমৃতে গরল জটিলতায়
ঘুরে মরি শুধু ঘুরে মরি আর ফুরিয়ে যাই
অথচ কেমন সহজে জ্বলেছে জোনাকিরা
কতো সাবলীল উড়ে যায় ওই ভীতু পাখি
অভিভূত নীলে দ্বিধা থরো থরো দ্বিপ্রহর!

চলে গেছ, আছে উঠোনে ও ঘাসে চিহ্নহীন
কতো স্মৃতি কতো ব্যথা বেদনার পিপাসাময়
লেগে আছে এই মাটিতে ধুলোতে দৃষ্টিপাত
জড়িয়ে ছড়িয়ে রয়েছে এখনো গন্ধ যে
চলে গেছ, আছে ভালবাসা নীল স্পন্দমান
জীবন বন্দী আকাশস্পর্শী কাতরতায়!

মেঘ জ'মে জ'মে ছেয়েছে অকূল নিচু আকাশ
দাঁড়িয়ে রয়েছি অকূলে তাকিয়ে নিষ্পলক
ভুবনপ্লাবিত বেদনা বুকের মাঝখানে
আকাশ মুচড়ে বেহালা বাজায় সারা দুপুর
সে আসে, সে যায়, চলে যায়, কাকে মনে পড়ে
কাকে মনে পড়ে, তোমার যোগ্য দ্রবীভূত!

গ্রামের গল্প

অন্ধকার ভাল ছিল এই নষ্ট গ্রামগুলি নজরে পড়েনি
কীটদষ্ট শুকনো খেত মাঠ খাল নিরুদ্ভিদ মাঠ
বালির চিতায় নদী ভাঙা পাড় কণ্টকিত বাবলা ভীরু পাখি
আকাবাঁকা আলপথ শস্যহীন মাঠের আকাশ—
অন্ধকার ভাল ছিল গাছে পাতা ছিল কি ছিল না
অগ্নিদগ্ধ পথে কোনো বুনো ফুল ফুটেছিল কিনা
আত্মঘাতী রেখাচিত্র এমনি করে কোনদিন জ্বলেছিল কিনা
নজরে পড়েনি কোন ছবি এতো স্পষ্ট মৃত ছবি
এখন লক্ষ্মীর পাতা ঝলসে যায় খরে যায় দারুণ রোদ্দুরে
ঢেঁকিতে পড়ে না পাড় দীপ্ত অপরাহ্ন বাঁশ বনে ঝরে যায়
ডাকে না ভারুই পাখি জনারণ্যে দীপ্ত দাবানল
কৃষ্ণা চতুর্থীর জ্যোৎস্না ভেঙে ভেঙে দুটি লোক দীর্ঘ বিস্তারিত মাঠে মাঠে
অবিস্মরণীয় গল্প জীবনের বলতে গল্প বলতে বলতে যায়
গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঝাপসা ভীরু মুখে শীর্ণ পথরেখা ধরে।

রূপকথা

রূপকথার তেপান্তরে রাজপুত্র দুঃসাহসে একা চিরদিন!

এখনো স্থবির বট, নিশ্চুপ অরণ্য, ঝিঁঝি, পাখি—
মন্ত্রিপুত্র—ঘোড়া—অসিচমহীন একা
আচম্বিতে জেগে ওঠে—
ক্লান্তি রক্তে শরীরে, দু'চাখে
দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা, পথ নেই পথ নেই কেউ কোথাও শুধু
পাতা পড়লে শব্দ ওঠে
বুকের ভিতরে ওঠে শব্দ—ভ্রম কেউ—;
ব্যাঙ্গমী বলে না গল্প পল্লব আড়ালে
মিথ্যে উৎকণ্ঠিত আজ ...

মায়ের মুখের মত অন্ধকার, আকাশ কোথায়,
অস্পষ্ট আভাসে কাঁপে দু'একটি নক্ষত্র যেন শীলিত নির্দেশে
চোখের বাহিরে দূরে
দীর্ঘ সিঁড়ি—ধূসর প্রাসাদ

মরচে পড়া অসিচর্ম আলো অন্ধকার ...
পেঁচা ডাকে—রোমাঞ্চিত সুরে—
তার নির্বাসিত সঙ্গিনীর দেখা
নেই, কেউ নেই, সাতটি ঘরের ওপারে
বাসি ফুল চন্দনের স্মৃতি
সজ্জিত মুক্তার মালা
ধূসর বিবর্ণ ম্লান সুবর্ণ মকুরে
যেন সেই প্রতিবিম্ব যেন সেই চিত্রার্পিত তনু ...

কণ্টকিত রূপকথার তেপান্তর ঃ রাজপুত্র নিদ্রাহীন একা!

দু'টুকরো

নাম

সে আমার নয় এই কথা এতদিনে
অনেক রক্ত বিনিময়ে জানলাম।
পারবে কি নিতে কোনদিন তাকে চিনে?
শুধু নেবে নাম শুধু নেবে তার নাম!

ঘর

দু'জনে অনেক হেঁটেছিলো
অবশেষে
দুপুরে যখন পৌঁছল
নতুনচটি
গয়নায় নয়, বায়নায়
ভরে দিল
ভীষণ বিচ্ছু চঞ্চল
শিশু ক'টি।

আমি যাব

আমি যাব। কেউ না গেলেও আমি যাব।

জানি পথে ওৎ পেতে আছে
শ্বাপদেরা সরীসৃপেরা।
নিচু হয়ে জমে উঠছে মেঘ।
হল্লা করতে শুরু করেছে হাওয়া।

তবু আমি যাব।
দরজা খোলা সমস্ত দিনমান
জানলা খোলা সমস্ত দিনমান
ধূ ধূ মাঠ আর ধূ ধূ মাঠ
ছেঁড়া পাতা ছাই ধুলো বালি

কেউ না গেলেও আমি যাব।
আমি যাব।
যেমন গিয়েছে দিন মাস
রক্তে ও আগুনে।
যেমন গিয়েছে শোক ভয়
নিরঞ্জন জলে।
যেমন গিয়েছে সব পাপবোধ অপরাধবোধ
অভ্যাসের প্রবাহ তরলে।

জানি হুমড়ি খেয়ে পড়বে ক্রোধ
খুবলে নেবে মেরুদণ্ড থেকে
মাংস শাঁস
সমস্ত খোয়াই
শোণিতাক্ত সব বনভূমি।

আমি যাব। তুমি ভুল বোঝো না আমাকে।

সাতটি গাছকে

ছন্দতিলক

আছে আমার ব্যথার খুবই কাছে
ছন্দতিলক, ছন্দতিলক আছে।

ঝাঁটি

চাঁপার মতো সোনার মতো খাঁটি
কাঁটায় গাঁথা ছেলেবেলার ঝাঁটি।

সর্বজয়া

ক্যানা বলুক যার যা খুশী বলুক
টকটকে লাল সর্বজয়া জ্বলুক।

পান্থপাদপ

ঠিকানাহীন সবুজ ঘাসের খামে
রাত্রি আসে পান্থপাদপ নামে।

আনন্দচাঁপা

যেই তোকে এই মাটিতে রাখলাম
সবাই বলল আনন্দ চাঁপা নাম।

তুষারমোতি

কখনো দেখা হয়নি কোনও খানে
কী যেন ঘটে তুষার মোতি নামে।

রতনচূড়

বোটানিক্যাল পেনটাসের পাশে
কী সুন্দর রচনচূড় হাসে।

প্রতিমা

আমার পৃথিবীময় চিরলুব্ধ তোমার প্রতিমা।

আসে হাওয়া আসে মেঘ বৃষ্টিতে বিদ্যুতে
বিদীর্ণ জীবন কাঁপে ছিন্নভিন্ন সুন্দরের মায়া।

পিছনে মিলিয়ে যায় মুছে যায় জীর্ণ পথ রেখা
অন্ধকার তীব্র বাঁক দুর্বোধ্য উত্থান কোলাহল।

আসে হাওয়া আসে হাওয়া ঘুরে ঘুরে হাওয়া।

প্রতিমায় লেগে থাকে ধুলো বালি রক্ত ও চন্দন।

কবিজন্ম

অস্ফুট শৈশব অসম্ভব কৈশোর
বিহ্বল বয়ঃসন্ধি
যৌবনের উত্তাল তিরিশ
অন্ধ আনন্দে বধির বেদনায় কেটে গেছে।

জীবনের অন্যান্য স্বপ্নগুলি
ভেসে গিয়েছে কোথায়।
রক্তের অনিবার্য আকাঙ্ক্ষাগুলি
মিলিয়ে গিয়েছে।

জরাজীর্ণ সংসারে পুষ্ট হয়েছে
দিনের পর দিন পৃষ্ঠাগুলি।

মিশ্র কলাবৃত্ত থেকে কলাবৃত্তে
কলাবৃত্ত থেকে দলবৃত্তে
বৃত্ত ছিঁড়ে ফেলে
                    গদ্যের গোচারণ ভূমিতে
উন্মাদের মত বিচরণ এখন স্তব্ধ।

এখন কালসিটে পড়েছে কপালে।
রক্তস্ফীত দুঃখী শিরাগুলি
কব্জিতে ফেটে পড়তে চায়।

অর্ধভুক্ত অভুক্ত দিনগুলি
এখন উদ্যতমুষ্ঠি মিছিল।

সমস্ত পদ্য সমস্ত গদ্য
ধ্বনি ছন্দ সুর কথার সমস্ত মায়াময়তা সহ
কবিতাস্ত জীবন
আনৃণ্য হতে বিক্রী করে দিয়েছি।

আমার মা-কে

এখানে শুধু অন্ধকার এখানে শুধু কালো
কেবল বয় রাত্রিদিন মাতাল ঝড়ো হাওয়া
পাঁজর তলে জ্বালে না কেউ জাগর দীপ আলো
এখানে শুধু সারাটা দিন হাজার দাবি দাওয়া।
চলেছে সব কপিল চোখ ভীষণ সাবধানে
মমতাহীন সরীসৃপ বলে না কোনো কথা
বাজায় ঢাক দস্যুতার পাথর-বুক প্রাণে
এখানে কোনো শান্তি নেই আকাশী নীরবতা।
বৃথাই যায় রক্তময় প্রার্থনার বেলা
প্রতীক্ষার অন্ধকার কাঁপে যে থরো থরো
এখানে অপমানিত শুধু এখানে অবহেলা
তামস যুগ গলিত শব বিষে যে জরোজরো।
এখানে এরা বাসে যে ভালো কেবলি মৃতদেহ
ভীষণ ত্রাস অট্টহাস পাথরে মাথা কোটে
কোথায় ত্রাণ শরণ্যের কোথায় প্রেম স্নেহ
জটিল জল খরস্রোত কী কেড়ে নিতে ছোটে।

আমাকে এই প্রবাসে ত্রাসে পরিত্রাণ করো
এভাবে ছেড়ে যেও না তুমি জননী, কৌতুকে
অনন্তের অন্ধকার নিমেষে আলো করো
তাকাও দুটি ব্যথিত চোখে সন্তানের মুখে
ব্যাকুল হাতে গ্রহণ করো—এখানে থাকবো না
মা, দ্যাখো, কাঁপে আকাঙ্ক্ষার মৌন দীপশিখা
কতো যে কাল কষ্টে গেছে কতো যে আনাগোনা
সে শুধু জানে মৌন মূক আকাশ মৃত্তিকা।

প্রণাম

স্বামী বিবেকানন্দ

তোমাকে প্রণাম করতে আজ যারা এসেছি এখানে
যেন রূপান্তর ঘটে লোভে পাপে অপমৃত্যু আকীর্ণ এ প্রাণে।
যেন এ দুর্দিনে অশ্রুজলাধারা না ভেজায় না ভাসায় পথ
যেন ক্ষয়ক্ষতি মিথ্যা দাসত্বের দাম্ভিক শপথ
অমৃতের অসম্মান মূঢ়তার মৃত্যুর গর্জন
তোমার পায়ের তলে স্তব্ধ হয় শুদ্ধ হয় অন্নময় মন।

তুমি তো বিগ্রহ নও যে তোমাকে পূজা করব পাষাণে ও পটে
তুমি আনন্দের গান অমৃতের মন্ত্র তুমি মৃত্যুহীন পর্যাকুল ঘটে
কবিতার মায়াজাল অক্ষরের আশ্লেষের শব্দহীন হৃদয়ের ভাষা
মূঢ়তার অবসান অক্ষমের শক্তি তুমি ভীরুর গোপনতম আশা
যে কোনো দুঃখীর তপ্ত করজল তৃষিত হৃদয়ে পড়ো ঝরে
তোমার প্রেমের স্পর্শ মমতায় ভেরিমন্ত্রে এ হৃদয় ভরে
তুমি কি উপেক্ষা ক'রে যেতে পারো চিত্তের দীনতা অপমান?
আমাদের অপমৃত্যু কলঙ্ক-কলুষ-লজ্জা, হে স্বদেশ প্রাণ?
তোমার বিদ্রোহ ভীরু মূঢ় ক্ষুদ্র হীন এই মৃত্যুমুখী দেশে
মহা বিশ্বপ্রকৃতির বিরুদ্ধে তোমার দ্রোহ মিথ্যার উদ্দেশে

এ কোন তামস যাত্রা আমাদের এ কোন নির্বেদ হাহাকার?
এ কোন অনবসান রাত্রি, প্রভু, ক্রন্দসীর স্তব্ধ অন্ধকার!
এ কোন আশ্চর্য দিন! ফুলগুলি পথে পথে ঝরে
ঘ্রাণ তার ভেসে যায় উদাসীন ব্যথিত মন্থরে
বড় কষ্ট বড় ব্যথা বিষাদ ব্যর্থতা পরাভব
তোমাকে প্রণাম করতে একি প্রভু একি বলছি সব!
হে সুন্দর! কী প্রসন্ন মহিমায় ব্যাপৃত যে তৃণ ও তারায়!

তোমাকে প্রণাম করি ঃ তোমাকে প্রণাম করি। তোমাকে প্রণাম
ভেসে যায়।

ফেরা

এত দীর্ঘদিন পরে ডেকে উঠলে নীলকণ্ঠ পাখি
আমার কি আর ফেরা চলে ফেরা যায়?
এখন বয়স তার মায়াজাল আদিগন্ত বিস্তৃত করেছে
অন্ধকার পায়ে পায়ে কোথাও বাজে না
ঝরে না এককফোঁটা দুঃখ শুধু ঝরে গাঢ়তম শুভ্রতা এখন
আকন্দের পাতা ভাঙলে
ছুঁতে না ছুঁতেই কোনো নদী
একচুল কাঁপে না আর, শীতের রাত্রির সেই মাঠ
বিস্তৃত করে না গল্প, কোথাও প্রাচীন সরোবরে
দেখিনা পদ্মের পাতা কয়েকবিন্দু জল নিয়ে শান্ত অবিচল
আমি কি অনেক দূরে ঢের দূরে এসে গেছি তবে
কতদূর?
সামনে না পিছনে?
একি দিকহীন চিহ্নহীন
বুকের ভিতরে
পা ফেলার শব্দ হয় অবিরল পা ফেলার শব্দ হয়, একা
এত একা, ভয় করে, আজো একা ভয়।
ঘরের ভিতরে বাইরে দেখা হয় অথচ চিনি না
এমন মুখের
বুকের ভিতরে বাইরে শোনা যায় অথচ বুঝি না
এমন শব্দের
মনে সঙ্গোপনে উচ্চকিত হয় অথচ জানি না
এমন ভুলের
এমন মুখের ভিড়ে এমন শব্দের ভিড়ে এমন ভুলের
উদ্বাস্তু মেলায়
এত দীর্ঘদিন পরে ডেকে উঠলে নীলকণ্ঠ পাখি
আমার কি আর ফেরা চলে ফেরা যায়?

নীরবে এসে

চেয়েছি শুধু চেয়েছি আমি দু'হাতে করতলে
দীর্ঘকাল খুঁজেছি কত কী যে
অন্তহীন আকাঙ্ক্ষায় ক্ষুধায় আগ্রাসী
দাঁড়িয়ে রোদে পুড়েছি জলে ভিজে।

দেখিনি চেয়ে সূর্য গেছে অস্তাচলে ব'লে
ফুরোল দিন ফুরোল তোর বেলা
হেমন্তের অরণ্যের পাতারা ঝ'রে ঝ'রে
জানিয়েছিল, করেছি অবহেলা।

চেয়েছি শুধু মেলেনি, বৃথা দিবসে যামিনীতে
অকূলে ভেঙে গিয়েছে ধূ ধূ হাওয়া
কে যেন হাসে সে পরিহাসে ঊর্ধ্বাকাশে চেয়ে
সহসা ভেঙে গিয়েছে দাবি দাওয়া।

ভেঙেছে শত স্বপ্ন ভেঙে পড়েছে হাতে গড়া
অন্ধকার আকাঙ্ক্ষার কত যে কারুকাজ
মায়ার জাল ছিঁড়েছে দুখের আগুনে গেছে পুড়ে
হেসেছে দূরে আকাশ গেরুবাজ।

নীরবে এসে তখনি হেসে নিয়েছো কোলে তুলে
ব্যর্থতার শূন্য দু'টি হাত
চোখের পাতা উঠেছে ভিজে ব্যাকুল বুকে কী যে
বেদনা ঘন কেঁপেছে প্রিয় রাত!

আমার পথে

আমারই চোখে ঢেকেছো পথ নিবিড় কুয়াশায়
আমারই বুকে রেখেছো এঁকে এমনি দুরাশায়
একটি শুধু স্বপ্ন আজ! ভেঙেছে বাকিগুলি
শস্য সব গিয়েছে খেয়ে হাজার বুলবুলি
শূন্য ক্ষেত শীতের প্রেত হাওয়ায় হিম জাগে
আমারই শুধু আমারই চোখে নিষ্করুণ লাগে

নদীর নারী বনের নীল পাখির দিশেহারা
হারিয়ে যাওয়া অন্ধকার একটি দু'টি তারা
রূপকথার গল্পকার গিয়েছো যেন থেমে
সহসা দেখে আমাকে চাঁদ মাটিতে গেছে নেমে
আমারই পথে বৃষ্টিহীন নিরুদ্ভিদ শুধু
দিগন্তের অন্তহীন হৃদয় করে ধূ ধূ
রক্তে বাজে অশ্বখুর কুয়াশা হিম কেউ
ভ্রূকুটি তুলে মৃত্যুময় ছড়িয়ে যায় ঢেউ
জীবনভর কী মন্থর প্রহর কাটে না
আমারই শুধু দুঃখস্ফীত শিরায় ফাটে না
ঝরে না পাতা কাঁপে না হাওয়া যন্ত্রণার জুঁই
ফোটে না ঘন অন্ধকারে, কী করে আমি ছুঁই
জলের দেহ, কী ভাবে তাকে এ ঘরে আনি ডেকে
চন্দনের গন্ধে আমি কী করে রাখি এঁকে
চরণ তার, আমারই চোখ আমারই চোখ ভেজে
ঝাপসা হলে দেখব সেই ভুবনে যায় বেজে
একটি সুর প্রার্থনীয় অনুক্ত অন্তরা
নিখাদ নীল যন্ত্রণায় হৃদয় যার ভরা
আমারই খর দিবসে যেন আমারই যামিনীতে
বিদীর্ণ প্রায় আকাশ হাত বাড়ায় তুলে দিতে
আকুল সেই তৃষ্ণা, শুধু আমার বেলা যায়
আমারই পথ কুয়াশাময় ভূস্পর্শ মুদ্রায়!

তোমার জন্য শ্লোকমালা

তুমি এই মায়াজাল আদিগন্ত বিস্তৃত করেছ
তোমার নির্দেশে সব ঝ'রে যায় করতলে কিছুই থাকে না
দহন গভীর ছায়া সূর্যকরোজ্জ্বল ভূমগুলে
অঘ্রাণের হিম স্বপ্ন নীল চোখে জলের ব্যর্থতা
তথাগত সুখ দুঃখ জলজ তৃণের ঘ্রাণ নিমগ্ন জনন
এই সব নাম রূপ উপাধী অনাদি ঋক পুরাণসম্ভূত অন্ধকার
সর্বস্ব তোমার তুমি ছন্দ মন্ত্র অর্থ পরমার্থ ও ব্যর্থতা
নিয়ত নিঃসীম ব্যথা ইহলোক কল্প নির্বিকল্প সপ্তভূমি
সুষুম্না সন্ধান প্রজ্ঞা পিতামহ দ্বিপদী পথিক

উৎক্রান্ত প্রাচীন দেহ দেবদূত স্বরচিত স্বর্গের ক্রন্দন
দ্যূতক্রীড়া রাজনীতি কন্দর্প শিশুর অভিলাষ
ক্রীতদাসী প্রকৃতির হেঁটমুণ্ড শক্তি ত্রিভুবন নষ্ট করার উল্লাস
ঋক তরঙ্গের শীর্ষে অনাহত ধ্বনি তুমি প্রার্থনা প্রার্থনা
প্রত্যেক বুকের স্বপ্ন লালিত শস্যের বীজ রৌদ্র কলরব
তুমিই শৃন্বন্তু বিশ্বে ক্রুশে বেঁধা তিতিক্ষা ও ক্ষমা
শুভ্র পিপাসার মত আমার সমস্ত হাড়ে ইচ্ছা সঞ্চারিত
বিদ্যুৎবাহিত নদী জননী আমার তুমি রাত্রির চম্পক
নিষিদ্ধ জন্মের দুঃখ ভাঙা ঘুম নিঃসঙ্গ ললাট
অহংকার নির্ভরতা সহিষ্ণু ও অসহিষ্ণু বিবাদ গোধূলি
অপমান অসম্মান অবিমৃশ্যকারিতা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ভুল
যেন কার মুখোমুখি হাতে তুলে নিজের জীবন
ব্যর্থতম চলচ্চিত্র জীবনের আত্মহননের অভিলাষ
আমি তো কিছুই আজো বলিনি তোমাকে
আমি যেন ভাঙাপাড় কেবল ভাঙতেই থাকি, জানি
আমার মুক্তির মন্ত্র ভুল উচ্চারণ করে অবিরল
জন্মান্তর দ্রুত ডেকে আনি
তুমি মৃদু হেসে অসামান্য ত্বণে
রোমাঞ্চিত প্রতিদিন দিন থেকে দিনান্তের দিকে
যেখানে বাতাস লঘু আন্তরিক পরিপাটি দোপাটি তোমার
আদিগন্ত লাল করে ঝরে যায়, একটি পাখির
রেখাহীন ছবি বুকে নীল নত নীরব আকাশ
পরিপূর্ণ আয়োজন প্রণতি মুদ্রায় দীপ্য অমল অঞ্জলি
অনুরূপ পরিপার্শ্বে, চিতা জ্বলে, সমস্ত অস্তিত্ব নামধেয়
বিবমিষা বন্ধুতা ও যৌনতা কবিত্ব বুদ্ধিমান
জ্বলে যায় স্মৃতি স্বপ্ন চতুর পোশাক তৃপ্ত মুখর সংলাপ
সম্ভ্রান্ত গোপন সত্য মন্দিরের সিঁড়ি অন্ধকার
উৎসবের তাজা ফুল বিবাহের বেনারসি অসহ্য চুম্বন
কিছু কি আশ্চর্য ছিল, আবিষ্কার, হা মেধা উল্লাস
খোলো চোখ কুরুক্ষেত্রে অপরূপ জ্যোৎস্নায় প্লাবিত
দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গা অন্তর্বাহী হাসির তরঙ্গে ভেসে যায়
স্থিরতর ছায়া বৃদ্ধ বোধিদ্রুম তলে ছায়া নোতরডমের
একটি গভীর স্বপ্নে অপেক্ষায় কার অপেক্ষায়

তুমি জানো একমাত্র তুমি জানো জানো যে কি করে
কোন অভিলাষ বুকে ফোটে জবা মাটির বেদনা
নক্ষত্রের জ্বালা স্তব্ধ বকুলের আলোড়ন ভোরের শিশির
আমার ঘুমের ভাঙা স্বপ্নদষ্ট স্খলিত জ্যোৎস্নার
অনিরুদ্ধ অভিমান হাহাকার মৃগয়ার মত
যৌবনের দিনরাত্রি পুণ্য পাপ বাসনা জর্জর
মানস লোকের অন্ধি সন্ধি সব গোপন গল্পের অন্ধকার
পত্রে ও পল্লবে তৃণে তীব্র সংঘাতে বিজয়ে
পরাজয়ে হতাশায় ক্রোধে প্রেমে অপ্রেমে দ্বিধায়

মাথার অসুখে

একজন বললেন, জমি জমা বর্গায় গেছে
মাথা ঠিক না থাকারই কথা।
দশ বছর স্রেফ ব'সে, আর একজন বললেন
মাথার আর দোষ কি।
সোজা হয়ে ব'সে তৃতীয় ব্যক্তি মন্তব্য করলেন
ধর্ম কি সোজা রে বাপু
নে সামাল।
কর্মফল, কর্মফল প্রারব্ধ, প্রাক্তন সঞ্চিত ক্রিয়মান।
—অবতারের মত বাণী দিলেন একজন।
এইভাবে একজন একজন করে কতজন যে
কত কথা শোনাতে শোনাতে গেল
আমি হিসেব রাখিনি।

মাফ করবেন, মাফ করবেন
বলতে বলতে আমি
প্রাণপণ দৌড়োতে থাকি
দৌড়োতে থাকি আর ধাক্কা খাই
বিপন্ন ওঠাপড়ায় টাল সামলাতে সামলাতে
ইতস্তত ক্ষমা ভিক্ষা করতে করতে
চলে যাই
পিছনে দমকা হাসিতে গড়িয়ে যায়
ছেঁড়া পাতা, শুকনো ঘাস, ধুলো।

কাঁদাতে পারে

যখনি রোজ টিফিন বাক্স খুলে
খাবারে হাত রাখি কোথা থেকে
ঠিক এসে ও দাঁড়ায় মুখ তুলে
ল্যাজ গুটিয়ে বসত কেমন বেঁকে

একটু কিছু দিতেই হত ওকে
তাতেই খুশি, পালিয়ে যেত কোথা
কে জানত ও এমন তরো শোকে
ফেলবে আমায়, তোমরা হবে শ্রোতা

তার কাহিনীর কাহিনী তার কি যে
আমিই কি আর জানি। পথের কুকুর
পথেই গেল তবু যে চোখ ভিজে
তবু যে আজ দুঃখে ভ'রে দুপুর।

ঘণ্টা বাজে। টিফিন হয়। ভিড়।
খাবার আমার ফুরোয়। আর কেউ
আসে না ব'লে কেন যে অস্থির
পথের কুকুর কাঁদাতে পারে সেও!

পদাবলী

তাহলে যাক আবার কিছুকাল
যেভাবে গেছে নীরবে মাথা নিচু
ছিঁড়েছে দিন ভেঙেছে উত্তাল
রাতের ঢেউ, জানে না কেউ কিছু।
তাহলে আর যাব না, চুপচাপ
তাকিয়ে দেখি কি ভাবে আসে ভোর
কীভাবে ঝরে রাতের অনুতাপ
স্মৃতিতে ছায় মাটির ঘরদোর।
কীভাবে আলো গড়িয়ে পড়ে যায়
কীভাবে ছায়া মাটিতে মাথা কোটে
কীভাবে দুখ জড়াতে শুধু চায়
বেদনাগুলি নীরবে ফুটে ওঠে।
তাহলে আর যাব না। আছে সবই
ক্ষয় ও ক্ষতি তেমনি সবই আছে
তেমনি কাঁপে পুরনো চলচ্ছবি
যা ছিল দূরে যা ছিল খুবই কাছে।
তাহলে যাক আবার দিন মাস
মাটির ঘর কাটুক সীমা রেখা
উড়ুক ঝড়ে ধুলো ও পাতা ঘাস
মুছুক জলে—কালিতে যত লেখা।
তাতে কি ক্ষতি যদি না আপাতত
সে আলো আরো ছড়ায় চরাচরে
এই যে ব্যথা বেদনা এত ক্ষত
এই যে মেঘ জমেছে থরে থরে?
আমি তো কিছু জানি না ভীতু পাখি
আমি তো কিছু জানি না, ঝড়ে জলে
রয়েছি শুধু রয়েছি, আছে বাকি
এ দেহ ঢেকে প্রাচীন বল্কলে।

যে কথা

যে কথা আমি বলতে চাই সে কথা ওই মেঘে
রক্তমেঘে ছড়িয়েছিল সারাটা দিনমান
যে কথা আমি বলতে চাই সে কথা ছিল জেগে
আনত ওই শরীরে নিয়ে আহত অপমান।
যে কথা আমি বলতে চাই অনির্বচনীয়
মানুষী ক্ষুধা জড়ায় তার অর্থ পাকে পাকে
আপোষহীন সংগ্রামের শেষের দিনটিও।
কাঁপেনা নীল সংশয়ের অগ্নিময় বাঁকে।
ফোটায় লাল কৃষ্ণচূড়া ঝরায় রাত্রির
দুঃখ ছেঁড়া সকাল আনে আমার মুক্তির
বার্তা ঃ আমি যে কথা রোজ বলতে চেয়েছিলাম।

কবিকে চিঠি

অনেকদিন তুলেছি ফুল অনেকদিন ভোরে
শিউলি এনে বকুল এনে মাটির ঘরদোরে
ছড়িয়েছি তো। আর না ফুল-কথা
বরং আনো রাতের নীরবতা।
এবারে আনো অন্নহীন মায়ের মুখ-ছবি
নীরবে পাশে দাঁড়িয়ে আছি, কবি
সে কথা বলো ছলনাহীন, শীর্ণ মুঠি হাড়
আকাশে তুলে কী বলে বার বার
পুজোর ঢাকে কী শোনে শিশু কী দেখে নদী জলে
কী জ্বলে তার অন্ধকার হাড় পাঁজর তলে
মরে না তার স্বপ্ন তার স্বপ্ন তার স্বর
মাথাকে খুঁড়ে অন্ধ ক্রোধে ঝড়
পারে না তাকে পোড়াতে ক্রোধ, কবি
এবারে আঁকো এমনি তরো ছবি।
অনেক কথা বলেছ, থামো পুতুল পাখি লতা
বলো না, বলো বরং নীরবতা।

অকাল গোধূলি

এখনই কি ফেরে কেউ? দেখ সব আনন্দে চলেছে
যে যার নিজের পথে কী মুখর মায়াবী জগৎ!

কোথায় আঘাত পেলে? অভিমান? দেখ পথে পথে
ধুলোর বালির সোনা শরীরের মনের সম্ভার।

সবাই চলেছে। তুমি নতমুখ। কী যে দেখ, ভেতরে তাকাও!
তোমার শরীর থেকে ঝরে যায় লতাপাতা ঘাস।

কষ্ট কেন? সব ছিলো। সবই আছে। তবু কী যে চাও
হাসি কলরব এসে থমকে যায় দুরূহ সম্মুখে

এ কেমন বিরুদ্ধতা? এ কী দ্রোহ? এ কোন নিয়ম?
কাউকে নেবে না সঙ্গে? কোনো কিছু? শুধুই নিজেকে!

শুধুই নিজেকে নিয়ে এ কেমন উদাসীন যাও
পথে পথে দিকে দিকে নেমে আসে অকাল গোধূলি

তুমি ভোলো অনায়াসে আমরা কি করে সব ভুলি!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

অসম্ভব শূন্যপথ অকূল মেঘ হাওয়া
কি যেন ছিল কি যেন নেই কি যেন ফিরে চাওয়া
কি যেন ভীরু অন্বেষণে
ব্যথিত বুকে তাপিত মনে
চলেছি ভীড়ে ধুলোতে ঝড়ে এখনো হাহাকারে।
এখনো? হাসে শাণিত শ্লেষ প্রবল ঝঙ্কারে।

এখন শুধু ক্রুদ্ধ ভীড় এখন কোলাহল
এখন শুধু চতুর স্বর এখন শুধু ছল
গভীর নেই অসীম নেই
হাজার ঢাক বাজাচ্ছে
শহর গ্রাম মফস্বল সরীসৃপ হাতে।
এখনো তুমি? এখনো? হাসে প্রতিভাময়ী দাঁতে।

হাসুক, জানি এখনো তুমি এখনও শুচি স্নানে
এ ধুলো বালি এ মলিনতা ঘুচাও গানে গানে
আঘাতে ক্ষত শুশ্রূষাতে
সারাও দুটি দিব্যহাতে
দেখাও চির ছলনাজাল সরিয়ে কবিতাকে
এখনো ভেঙে এ কোলাহল তোমারই ব্যথা ডাকে।

আঘাতে অপমানে ও পাপে প্রেমে ও পরাজয়ে
কে তুমি আসো বেদনাহত বাকুল বরাভয়ে
আমাকে দৃঢ় দীপ্ত করো
যৌবনের রক্তে ভরো
কবিতালোকে প্লাবিত আমি অশ্রুভারে নত
ভুলছি আমি একাকী আমি ভুলেছি ক্ষয় ক্ষত।

আমিতো জানি কে হাতে ধ'রে আমাকে সারাদিন
দুরূহ পথে চলেছে; এই অপরিমেয় ঋণ
একটি শুধু প্রণাম রেখে
পূজার ছলে তোমাকে ঢেকে
যেন না যাই ভেসে এমন কুটিল পারাবারে
আমাকে রাখো আলোতে এই তামস হাহাকারে।

ভান

কোথায় গেলে একলা কিশোর অহংকারে
দীন পোশাকের আড়ালে রাজপুত্র তুমিই
সমস্ত নীল অভিমানের বুকের ভিতর
তুমিই নদী আঙুল তুলে দেখিয়েছিলে
কোথায় গেলে তেপান্তরে অশ্ববাহন

সেই থেকে আর নদীর চোখে জল দেখি না
ভুলেই গেছি বুক ফাটা মাঠ রাতের শিশির
জাত ভিখিরির মতন একটু রোদ চেয়েছি
দুখ লুকিয়ে টাটকা সুখের ছল করেছি
কোথায় তোমার প্রতিশ্রুতি—মিথ্যে ভাষণ?

আমার পাঠককে

আজ আমি মার্জনা চাইছি আপনাদের কাছে
আপনাদের সহিষ্ণুতা সীমাহীন, জানি
প্রমত্ত প্রলাপ গুলি তাই এত সহ্য করেছেন
রসের বিকার বড় বেশি পীড়া দিয়েছে চিত্তকে
উন্মাদ কবির জন্যে সহৃদয় হৃদয় সম্বাদ
ধন্যবাদ দিয়ে ছোটো করা কি উচিত
তাই ক্ষমাপ্রার্থী আজ।

এখন অজস্র কবি, কবিদের মিছিল চলেছে
যে কেউ মিছিলে এসে ঢুকে যেতে পারে
আস্তিন গুটিয়ে চলছে চলবে বলে গলা খুলতে পারে
কী চলছে কী চলবে কিছু জানার দরকার নেই আজ।

ছন্দোহীন ভাষাহীন ভাবহীন কবির প্রলাপে
কতোখানি আনন্দিত হয়ে ওঠে আপনাদের হৃদয় জানি না।
কতোটা কানের তৃপ্তি হয়
কতোখানি কলাবোধ তৃপ্ত হয়ে ওঠে
বুদ্ধি কতোখানি?
কিছুই কি জানি!
শুধুই উচ্ছ্বাস শুধু প্রমত্ত দুর্বার উত্তেজনা
কাব্যের ভুবনে।

আমি সেই মিছিলেরই উন্মাদ একজন
নিজে ক্লান্ত অবসন্ন, মাফ চাইছি, পাঠক আমার।

ব্যক্তিগত

পড়াতে পড়াতে যদি স্কুল শিক্ষকের মনে হয়
সব কিছু শূন্য নয় বৌদ্ধদর্শনের কোনো ক্লাশে
যদি শুশুনিয়া থেকে ঝর্ণাজলময়
স্মৃতি ভেসে ভেসে এসে চেয়ে থাকে পাশে?

তবে ব্যক্তিগত ছুটি নিয়ে সে শিক্ষক
আবার কি চ'লে যাবে মুসৌরী গ্যাংটক!

ছোলাডাঙা

কোথায় যেন রয়েছে প'ড়ে নদী
নিকটে তার পাঁচিলগুলো ভাঙা
এখনো সেই ব্যাকুল পথে যদি
সেখানে যাই পাবো কি ছোলাডাঙা?

কোথায় যেন রয়েছে কাছাকাছি
হাড়ের মত শীর্ণ শাদা পথে
বাবলা ফুলে স্মৃতির মৌমাছি
সে গ্রামে যাওয়া যাবে কি কোনো মতে?

এখনো বুড়ো অশথ একা থাকে?
দীঘির জলে অভিমানের ঢেউ
অনপনেয় একাকী ঘুঘু ডাকে
সেখানে আর পারে কি যেতে কেউ?

সেখানে কিছু এসেছি ফেলে নাকি?
পাথরে জলে ধুলোতে ধূ ধূ মাঠে—
এখনো আছে? বলিস্ কি রে পাখি
এখনও স্মৃতি স্নেহার্ত পাখনাতে!

জানি না, আমি জানি না, ঝ'রে যায়
মাত্র কলা ছন্দমতি ভাষা
এখনো পথে শহরে মেঘে ছায়
পৃথিবী জুড়ে অমনোনীত আশা।

আমার বাড়ি, ছিল কি কোন বাড়ি?
মাত্রাবৃত্তে অক্ষমাংশে গলে
ক্রান্তি সূর্যে বাঁকুড়া বালুয়াড়ি
রক্তে জ্বলে নিদাঘে বল্কলে।

কোথায় যেন রয়েছে মনে পড়ে
ধূসর স্মৃতি দেওয়ালগুলি ভাঙা
আকাশে মেঘে মাটিতে জলে ঝড়ে
অপার্থিব অশ্রু ছোলাডাঙা।

একটি সাম্প্রতিক কবিতাপত্র প'ড়ে

আজ সত্যি মফস্বলবাসী মনে হচ্ছে নিজেকে
মনে হচ্ছে বহুদূর থেকে কথা বলছে আমার বন্ধুরা
কেউ চেনা নেই আজ। সব মুখ কী রকম যেন।
আমার সঙ্গে কোনো মিল নেই কারো।
না ভাবনায় না ভাষায়।
সুদূর বিন্দুর মতো বাংলা কবিতা আমার চোখে
এ পৃথিবী ছেড়ে পৃথিবীর মানুষ ও তার আশা আকাঙক্ষা ছেড়ে
নদী পাখি ফুল পাতা ছেড়ে আকাশ মেঘ তারা ছাড়িয়ে
কোথাও উধাও হতে চলেছে
আজ আর কোনো সংহিতা নেই
অনুশাসন নেই প্রথা নেই রীতি প্রকরণ নেই
সমস্ত সাকার ভেঙে সংস্কার ভেঙে সম্পর্ক ভেঙে
এক বিচিত্র ছায়াকুন্তি শব্দকুন্তি গুলিপাকানো আর্ট
আমাকে গ্রাম্য বিহ্বল করে ধাক্কা দিয়ে হেসে উঠছে

অনেক পিছনে একা হতবুদ্ধিপ্রায় আমাকে তুমি হাত ধরে তুলছো!

সামগ্রিক

ছবির পরিপ্রেষণ তত্ত্বে তোমাকে দেখি
তাই নিকট দূরের সত্য চোখে পড়ে না
সমগ্র সত্যের যে নিকটও নেই দূরও নেই
এ কথা তোমাকে বললে কাব্য হবে না
বোধগম্য হবে না পাঠকেরও
তাই আপাততঃ তুমি বাস থেকে নেমে যাও
আমি চলে যাই আমার গন্তব্যে
ধুলোর পথরেখা বালির পথরেখা
দু'প্রান্তে ধরে থাকুক অনন্ত বন্ধুর প্রান্তর
পূর্ব গোলার্ধ পশ্চিম গোলার্ধ
বিধৃত হয়ে থাকুক এক অখণ্ড সমগ্রতায়।

তবু একটু

সে অনেক সময় দিয়েছে বেছে নিতে
সমস্ত বলেছে, কিছু গোপন করেনি।
দেখিয়ে দিয়েছে রাত্রি কীভাবে সূর্যকে
আশ্লেষে আশ্লেষে করে লাল
প্রায় জীর্ণ পৃথিবীর মানুষ এখনো
বনান্তরে বন্ধ করে আদিম চোয়াল
জন্মের জটিল জলে ভাসমান মৃত্যুর শরীর
পদ্ম গোখুরার শিষে মায়া

সে সমস্ত দেখিয়েছে, শুধু আমি দায়ী
এমন দেরির জন্য, বেছে নিতে পারিনি এখনো
কার কাছে যাবো? কাকে ফেরাবো? কাকে যে!
এত দেরী হয়ে গেল, সামান্য জীবন
বেছে নিতে কষ্ট হয়, চতুর্দিকে মায়াবী সুন্দর
চতুর্দিকে জলস্রোত বুক গলা চিবুক ছুঁয়েছে!
আর কোনো দোষ নেই, আমি একা দায়ী
আর একটু পরে যাবো দেখে নিয়ে ঐ মেঘমালা।

দেখা হলে

তোমার সঙ্গে দেখা হলেই ফুটে উঠবে ফুল
তোমার সঙ্গে দেখা হলেই চাঁদ উঠবে রাতে
তোমার সঙ্গে দেখা হলেই ভেঙে পড়বে ভুল
এই পুলকে আমলকি এই রাখছি আমি হাতে?

কিছু হয়না ফুল ফোটেনা চাঁদ ওঠেনা ভুলও
ভাঙেনা তার দুঃখ থাকে সারাজীবন জুড়ে
যন্ত্রণা তার যায় না বুকের ভিতরে এক চুলও
তোমার সঙ্গে দেখা হলেই কী যেন তার পুড়ে

ধূপের মতো। দহন। সেকি সেই কি ভালবাসা?

রাকা

যেন মাইগ্রেটারি বার্ড যেন দুদিনের জন্যে আসা
কোনো অধিকার আর থাকবে না একদিন জানি
এই ঘর এ উঠোন পড়ার টেবল ল্যাম্প শোবার বিছানা
আর আমার থাকবে না শিউলি কুড়োনোর ভোরবেলা
পেয়ারা ডালিম আম নারকেল গাছগুলি নিয়ে
জড়ানো ছড়ানো সব শৈশবের কৈশোরের স্মৃতি
যেন ন্যাপথালিন মোড়া পুরনো পোশাক আলমারিতে
মাঝে মাঝে নেড়েচেড়ে থমকে পড়া চমকে ওঠা শুধু
বাবার মায়ের মুখ দাদার দুষ্টুমী দিদি সব
নির্ভুল নিয়মে ঝাপসা স্মৃতি হবে গল্পের ধূসর পাণ্ডুলিপি
দু-একটি বিনিদ্র রাতে কিছুতেই পড়তে পারবো না
আকৈশোর অভ্যাসের চেনা রাস্তা মুখস্ত গলিও
অন্য পথে হোঁচটের মতো হয়তো মনে পড়বে অথবা পড়বে না

এ এক আশ্চর্য রীতি চিরচেনা অন্য হবে অচেনা আপন
পুতুলের স্বপ্ন নিয়ে যে বেলা ঘরেই ছিল বাইরে যেতে হবে
বাউলের মতো তাকে দুপুরের নূপুরের শব্দটুকু নিয়ে
টুকরো টুকরো বেদনার ছবি নিয়ে স্মৃতিভারাতুর গন্ধ নিয়ে
গোপন কান্নার দাগ মুছে যাবে ঝাপসা হতে হতে
আমার অপটু হাতে আঁকা স্বপ্ন—রেখাচিত্র ছবি
নিষিদ্ধ চাবির জন্যে হৃদয়ের দরজা হয়তো খোলাই
যাবে না

উত্তরাধিকার

আমার হাতে সময় কম তোমার হাতে তাই
তুলে দিলাম নিবিড় নীল পুরো আকাশটাই

ওখানে আছে স্বপ্ন সুর ওখানে আছে নুন
জ্যোতির্লোক অন্ধকার আগুন লোহা চুন

মাটিতে খুঁজে পাবে না আর হাত পা মাথা চোখ
ফেরার ভাই বোনের লাশ হাজার লাখ শোক

কোথায় ছিল আমার গ্রাম তোমার ভীরু নদী
রক্ত ঘাস ছেয়েছে সব খেয়েছে, তুমি যদি

রচনা করো আবার হাড় মাংস শিরদাঁড়া
পেতেই চাও পাথর থেকে তৎক্ষণাৎ সাড়া

আকাশ নাও অন্ধকার আকাশ নাও হাতে
মুচড়ে ওঠে ফিনকি দিয়ে রক্ত ওঠে তাতে

তেজস্ক্রিয় ধারায় কাঁপে বিরোধাভাস নারী
কালপুরুষ অন্ধকার কুটিল তরবারি

আমার হাতে সময় কম তোমার হাতে তাই
রেখে গেলাম মাটিতে মেশা পুরো আকাশটাই।

কাশের জঙ্গলে

ধর্মের কোলাহলে ধর্মের লাঞ্ছনায় আমি এই কাশের জঙ্গলে চলে এসেছি
যেন তার শাদা খামে মোড়া আছে আমার পাসপোর্ট ভিসা।

রাজনীতির বিষে প'ড়ে আছে আমার অর্ধভুক্ত খাবার না শোয়া বিছানা
আধখানা পড়া বই অপেক্ষমান অতিথি অসম্পূর্ণ চিঠি।

শিল্পের ওপর হামলে পড়েছে হাজার হাজার মাকড়ার হাত
এইসব ভগ্নাবশেষ এই সব ভগ্নাবশেষে ছড়িয়ে পড়ছে আমার মুখে মাথায়।

হাজার হাজার পি.এইচ.ডি.র ধাক্কায় গুঁড়িয়ে যায় আমার পাঁজর
আমার সমস্ত কবিতা মাড়িয়ে যায় লড়াকু তুর্কী কবিদের মিছিল।

শব্দের টানাটানিতে কারো পৌষমাস কারো সর্বনাশ চলছে বাজারে
ঠ'কে যাওয়া এক মজুরের মতো সন্ধেবেলা আমি ঘরে ফিরি মাথা নিচু করে।

প্রদীপ নেভা ঘুমন্ত আমার গ্রাম আমার নদী আমার ধানক্ষেত
আমার কৃষক পিতার নামহীন বেদনার পাশে উবু হয়ে বসে থাকি আমি।

আমার জন্মের আমার মৃত্যুর আমার জন্মমৃত্যুর মাঝখানে সীমাহীন প্রান্তরে
উড়ে উড়ে পড়ে উড়ে উড়ে পড়ে কোমল জ্যোৎস্নার মতো এক স্নেহের স্পর্শ
সারারাত।

ফিরে এসো

আবার ফিরে এসো বকুলতলা
আবার ফিরে এসো কিশোর দিন
নদীর শাদা বালি লিখেছি নাম
এখনো আছো? এসো কিশোরী তুমি
আমাকে একা করে হারিয়ে যেতে
পাবার আশা নয় দেখার শুধু
আশায় ছুটে আসা ব্যাকুল দিন
একলা কোজাগর ধানের ক্ষেত
জোনাকি-জরো-জরো অশথতল
আবার ফিরে এসো চিঠির রাত
কেবল হেঁটে হেঁটে কেবল হেঁটে
ফুরোনো পথ সেই পুরনো পথ
আবার ফিরে এসো অনিঃশেষ।
আবার ফিরে এসো অনিঃশেষ

কবিতাকে

কোথায় থাকো কোথায় তুমি থাকো?
সারাটা দিন বাইরে থেকে ফিরে
দেখিনা কেন ডেকেও—কাকে রাখো
রাতের ভুসে নদীর জলে ঘিরে
আমারো থেকে বেশি কি তবে ভালো
সে বাসে তবে!

তাহলে সারারাতও
কাটাবো ঘুরে পোড়াবো আগোছালো
এ মন, তবে না ফিরে নেবো
কবিতা, এ আঘাতও।

চিতা

মনে হয়েছিল নারী, মনে হয়েছিল নদী। নয়।
নারী নয় নদী নয়। শব। জ্ব'লে উঠেছিল চিতা।
বড় বেশি শীত ছিল ভূমণ্ডল অসাড় প্রপাত।
শববাহকেরা বড় বেশি চুপ। আগুনচোখের দল ছিল।
বুড়ো শিমুলের ডালে পেঁচা নীচে ইঁদুর পালক।
তীরভুক্তি অন্ধকার নির্বিকার নৈঃশব্দ সন্তাপ।
মনে হয়েছিল ঠিক, ঠিক নয়, সনাতনী ভুল
নারী নয়, নদী নয়, শব। আর লোলজিহ্বা চিতা।

মানুষ

আমার চারপাশে এত মানুষ
এত মানুষের ভিড়
যে আমি আজকাল নদী
নক্ষত্র পাখি দেখতে পাই না
শুধু মানুষ
কথা বলে কাঁদে হাসে গান গায়
গার্হস্থ্য নেয় সন্ন্যাস নেয়
রাজনীতিও
কবিতা লেখে পাথর কেটে কেটে যায়
ভালবাসে ঘৃণা করে
অথবা কিছুই করতে না পেরে
সহজে অনায়াসে মরে যায়
শুধু মানুষ আর মানুষ
ঠাণ্ডা ঘরে গরম ঘরে
পথে ফুটপাতে
প্রান্তরে ম্যানহোলে
খালের জলের তলায়
শুধু মানুষের থাবা ভয়ার্ত আঙুল
মানুষের লোমশ থাবা আতঙ্কিত করতল
তীক্ষ্ণ ধারালো গোপন নখ মণিহীন করোটি
মানষের অজস্র মুখোশ
মুখোশমালা
তবু মানুষ সত্য
সর্বশেষ সত্য বলে
এক পাগল
আমরা মাথা খারাপ করে দেয়।

ডাক

বিলিয়ে দিলাম
পথের ধুলোয়
ধূসর পাতায়
শুকনো ঘাসে
বালির চিতায়
শ্যাওলা দামে
বাবলা কাঁটায়
ফণিমনসায়
উই ঢিবিতে
ব্যাকুল টিলায়
জীর্ণ শাখায়
চিহ্নবিহীন
ছোলাডাঙায়
একটা জীবন
দীর্ঘ জীবন
বিলিয়ে দিলাম
একে ওকেই
ফিরেছি যেই
শুনছো দাঁড়াও
বুকভাঙা ডাক
দু'কান জুড়ে
হৃদয় জুড়ে
বাজতে থাকে
বাজতে থাকে
বাজতে থাকে
বাজতে থাকে

মধুবন

তিরিশ বছর আগে এখানে এক মায়ালোক ছিল
এক আশ্চর্য আকাশ আনন্দে এবং বেদনায়
খুব নিচু হয়ে থাকত
আম হাত বাড়ালেই অনায়াসে হাতে লেগে যেত নীল রঙ
আশ্চর্য সব গাছ লতা গুল্মময় ছায়ালোক দিয়ে
ঢেকে দিতে আমার শরীর
রাশি রাশি সব লাল পাতা কাতর করত আমাকে
শুশ্রূষা করত ঘাস পাথরের নুড়ি জল অজস্র পাখি
আশ্চর্য সব বর্ণমালা ছিল এখানে
কতো অফুরান সকাল পূর্ণ দুপুর প্রগাঢ় বিকেল অগাধ রাত্রি
আমার বর্ণপরিচয় হয়েছিল এখানে
তিরিশ বছর আগে বনে বনে সে কী আকুল বর্ষা
ধূ ধূ প্রান্তরে সে কী ব্যাকুল গ্রীষ্ম
মাটিতে লেখা তোমার নাম পাতায় লেখা তোমার নাম
আকাশে লেখা তোমার নাম ভেসে যেত কোথায়
হে আমার আলৌকিক মায়ালোক
দেখ আমি আবার ফিরে এসেছি
তুমি এই কঠিন গাম্ভীর্য ভাঙো, আবরণ সরাও, আমাকে
দেখাও তোমার অফুরন্ত বর্ণমালা
দেখো আমি আর ফাঁকি দেব না
খুব মনোযাগী ছাত্র হবো এবার।

স্কুল মাস্টার

পাদানিতে ঝুলতে ঝুলতে
ধাক্কা খেতে খেতে
টাল সামলে
ঠিক নেমে যাই
ঝাঁটিপাহাড়ী।

ফাইভ থেকে সিক্স থেকে
সেভেন থেকে এইট থেকে
নাইন থেকে টুয়েল্‌ভ
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে
ব্ল্যাকবোর্ডে ক্ষয়ে যাই।

তবু বসতে চাই না!
তবু দাঁড়াবার লড়াই!

হাত পেতেছি

এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর
বয়স ঢাকতে তুমিও হলে বদ্ধপরিকর।
স্বপ্নে হঠাৎ ছোলাডাঙা গন্ধেশ্বরী নদী
প্রবৃদ্ধ এক অশ্বত্থের পৌরাণিক বোধি
দুপুর যখন বিকেল বেলার পৌরাণিক কোলে
হারায় তার তীক্ষ্ণধার—জলের কল্লোলে—
অগ্নিকণা অপরিণাম রক্তে নহবৎ
বাঘের মাথা বাইসনের দেখায় ও জগৎ
মধিখানে চরের মতো, এপার ওপার গাঙ
জেগে থাকতে সাধ্য কি সব সমস্ত শুনশান
আগুনচোখ শেয়াল ডাকে বরফচোখ ভয়
বাবার হাত মুঠোয় আমার জীবন মুঠোময়

যেন হঠাৎ হাজার ঝুরি হাজার হাজার ঝুরি
মধ্যিখানের সজল শাদা চর গিয়েছে চুরি
স্বপ্নে হঠাৎ স্বপ্নে কেবল নেমেছে নিঃসাড়
বাঘের মাথা ঃ জেগেই দেখি রক্তমাখা হাড়
এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা আমাকে দাও যদি
হাত পেতেছি ঃ দুপ্পাহিড় গন্ধেশ্বরী নদী।

এই অভিমান

এই অভিমান টুকরো করে ছড়ায় আমার
এক মুঠো সুখ
এক মুঠো ধান
অনেক কষ্টে উপার্জিত
এই অভিমান গড়ায় আমার
অশ্রুবিহীন চোখের জন্যে
সজল স্বপ্ন
এই অভিমান জড়ায় জীবন
আসক্তিনীল শিকড়গুচ্ছ
তোমার জন্যে তোমার জন্যে তোমার জন্যে
এই অভিমান
জড়িয়ে রইল জন্মমৃত্যু।

ভগ্নাংশ

হেঁটে যাব। হেঁটে যেতে যেতে
কথা বলব, কুশল সংলাপ।
খুশি মত বসব ছায়া পেতে
শীতে নেব রোদ্দুরের তাপ।
হেঁটে যাব। হেঁটে হেঁটে যাব।
যেকোনো নদীর কাছাকাছি
আস্তে আস্তে ডেকেই জাগাব
বলব, চিররাত্রি বসে আছি
অন্ধকার ডাকটিকিট এঁটে
হেঁটে যাব। যাব হেঁটে হেঁটে।

২.
হয়ত দু'হাতে স্ফীত শিরা
হয়ত চোখের কোলে কালি
কালচে রেখা হয়ত ফুসফুসে
তার জন্যে দিচ্ছ করতালি!
আমাকে ব্যর্থতা দেখিও না
এ আমার তীব্র অভিমান
আঘাতে আঘাতে এ জীবন
বাজাতে করেছি খান খান।

সংঘ ঃ ছন্দ

সবাই এসেছিল সবাই নেমেছিল
সবারই মুখে চোখে তীব্র প্রতিবাদ
আত্ম লাঞ্ছনা সবারই বুকে বুকে
দেখেছি ঢাকা ছিল স্মৃতির অধিকারে
ছোট্ট পাখি তার ক্লান্ত ভাঙা ডানা
আকাশে মেলেছিল, কৃষ্ণচূড়ারাও
রক্ত পতাকার হাজার ডালপালা
সেদিন মেলেছিল, ছোট্ট ভীরু কীট
সেদিন নির্ভয়ে বেরিয়ে পড়েছিল
মগ্ন ভিখারিণী শীর্ণ করপুটে
ঘোলাটে মণি জ্বেলে করেছে প্রতিবাদ
দীর্ঘ ফাঁকা পথ সামনে প্রসারিত
ডাইনে বাঁয়ে আর পিছনে সম্মুখে
শঙ্কাহারা মাটি দীপ্ত জনপদ
ব্যাকুল উল্লাসে তুলেছে কলরোল
সোনালী ধুলো ওড়ে লক্ষ পদপাতে
মাটি ও মানুষের জীবন সংঘের
শরণ মন্ত্রের ছন্দ বেজে যায়
আহত অনাহত রক্ত রুচিরার

ধর্মযুদ্ধ

সমস্ত বিধ্বংসী বাণ একে ওকে তাকে
নিহত করেছে। হাত খালি।
সমস্ত ভারতবর্ষ চিরকাল চতুর কলাকে
প্রয়োগ করেছে যুদ্ধে, কৃষ্ণবনমালী।
আজও তার রেশ চলছে
বেশ চলছে দেশ।
মৃতের পাহাড়। সব মানুষের নাকি?
পাগল! ছাগল আছে মহিষ ও মেষ।

পথ ছেড়ে দিতে

মাঝরাতে কেউ রক্তে রক্তে চেঁচায়, এই যে
'পথ ছেড়ে দিন পথ ছেড়ে দিন'—
ঘুম ভেঙে যায়।
উথাল হাওয়ার ডালপালাময় বৃদ্ধ অশত্থ
মৌন রাতের মন্থর মেঘ, দ্রুত উড়ে যাওয়া
ডানার শব্দ
ভাঙাচোরা নদী অবুঝ একলা বিপুল মাঠের
গাঢ় হাহাকার
শিরায় স্নায়ুতে আগলে দাঁড়াই
প্রেতায়িত ডাক
'পথ ছেড়ে দিন'
যেন উদ্যত ছুরিতে শাসায়, ভাঙায় স্বপ্ন
বড় অবেলায় ঘুম ভেঙে যায়
মাঝরাতে কেউ রক্তে রক্তে
সাবধান ক'রে ডাক দিয়ে উঠে
'পথ ছেড়ে দিন, পথ ছেড়ে দিন।'

বাঁকুড়া

তিয়াত্তরের পাঁচ, নতুনচটি, বাঁকুড়া, ঠিকানা।
সুরজিৎ ঘোষ বলে - বাঁকুড়ায় বাড়ির নম্বর!
বাঁকুড়ায় বিদ্যুৎ ও পাকা বাড়ি আছে শুনে সুবীর পোদ্দার
চোখ তুলে চেয়েছিল। শ্যামল বসু তো
সমস্ত শালপাতা তুলে কুষ্ঠরোগীরাই আনে, জানে।
শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায় তো পাবদা চাষ করি কিনা তাই
চিঠি লিখে জানতে চাইতো। অলোকরঞ্জন
'বাঁকুড়ার মানুষ' এর উপমা দিয়েও
আসতে চেয়েছিলেন। সুনীল এসে আনন্দ বাগচীকে
ব্যতিব্যস্ত করে—ফের দীপঙ্কর দাসের বাড়িতে
লুকিয়েছিলেন। শুধু সুধেন্দু মল্লিক
বাঁকুড়াকে ভালবেসে শুধুমাত্র ভালবেসে
মাঝে মাঝে সাইরেন বাজিয়ে এসে আমাকে ডাকেন।

আতান্তর

অগ্নিষোমের জন্যে আমার
আতান্তরের দৃশ্য যদি
দেখতে বুলু, হিমাদ্রি, আজ!
সেদিন গভীর রাত্রি থেকে
প্রায় পাগলের মতন খুঁজছি
না, গিনি নয়, কয়েক টুকরো
শিউলি ফুলের মতন শব্দ
কয়েক বিন্দু টলমলে নীল
ব্যাকুল স্বপ্ন নিংড়ে ছন্দ
সমস্ত রাত আকাশ হাতড়ে
সমস্ত রাত পাতাল হাতড়ে
আসমুদ্র হিম অচলের
মৃত্তিকাময় আকুঞ্চিত
জীবন হাতড়ে কয়েক বিন্দু
বিকীর্ণ স্থির সেই আনন্দ
যার হাতে এই বৃদ্ধ দাদুর
(আজ কি বলবে বুড়ো হওনি)
মুক্তি কাঁপবে আকাশী ত্রাণ!
ছোট্ট গভীর ব্যাকুল দু'চোখ
ছোট্ট বিশাল ব্যগ্র দু'হাত
ছোট্ট দ্যুলোক দুলছে দুপা
আকাশ নিংড়ে কোমল কোরক
ডাকছে—'শুনছো, এই যে শুনছো'—
আনমনা এই বৃদ্ধ পথিক
জীর্ণ পাঁজরতল থেকে তার
জাগর প্রদীপ তুলছে মুখে
অগ্নিষোমের জন্যে মা গো।

কৃপা

এই যে কৃপা, আমি কী ক'রে একে
যত্নে বুকে বলো লালন করি
ভেবেছি সোজা যেই, গিয়েছে বেঁকে,
উঠেছি যেই, ডুবে গিয়েছে তরী।

যখনই সুখে চোখ বুজেছি, আর
ভেবেছি পথে নেই তেমন ভয়
অমনি বিনা মেঘে বজ্র তার
পড়েছে মাথাতেই স্বপ্নময়।

সারাটা দিনমান পথে ও পথে
আঘাত বঞ্চনা ও অপমান
এখন সন্ধ্যায় যে কোনো মতে
ধুলো ও বালি ধোবো করবো স্নান—

ইচ্ছে ছিল। কিছু থাকতে নেই?
স্নানের ইচ্ছাও? নির্বাসনা
ফিরতে হবে তবে এই ভাবেই?
কোথায়? যদি বলো হে আনমনা!

এই যে কৃপা ক'রে খুলেছ চোখ
দেখিয়ে দাও সব যা দেখা পাপ
বলেছ বার বার রাত্রি হোক
দেখবি মুছে যাবে মনস্তাপ।

ধর্মজিজ্ঞাসা বিষের ভাঁড়
রইল পড়ে শাদা করোটি হাড়।

ছায়া

যেদিকে তাকাই দেখি মুখে মুখে ছায়া
কবির বেশ্যার গণনেতার এমনকি
কেরানির স্কুল সেক্রেটারীরও
চারপাশে
দেখি ছায়া কলেজের মাস্টারের ভাড়াটে গুণ্ডার
গ্রাম পঞ্চায়েত মেম্বারের
পিছু পিছু
বর্গাদারের
আমি ছায়া কুস্তিগীর নই
আমার নিজের মুখে স্কুল মাস্টারের
ঝাপসা আলো
প্রেতায়িত ছায়ামূর্তি চারপাশে আমার
গেরুয়া সবুজ লাল সাদা কালো
ফেটি বাঁধা সব
সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে
চতুর্দিকে দল
ছায়া চতুর জটিল ধূর্ত ছায়া।

নাম

তোমার অনন্ত নাম। কে বলেছে একশো আটখানি?
যত রূপ তত নাম। আবার অরূপও নিরঞ্জনও।
আমি 'রেবা' মন্ত্র জপ করে সিদ্ধ বালক বয়সে।
'দুঃখ' বড়ো প্রিয় নাম। 'ভালবাসা' আরো হার্দ্য লাগে।
'পথ' প্রসারিত করে। 'অপেক্ষা' নিবিড়তর। 'ব্যর্থতা' তোমার
আশ্চর্য মহিমা নিয়ে বার বার জীবন দোলায়।
আমার তো হাত পা রাখা দায় চোখ ফেরানো ভীষণ মুশকিল
নিজের অস্তিত্ব হাতড়ে মরতে হয় মাঝে মাঝে, যেন
পূর্ণ গ্রাসে ডুবে গেছি, আমি নেই, তোমার সমুদ্র চরাচর
'ছেঁড়া পাতা' 'ধুলোবালি' 'মরমী ঘাতক' থেকে 'ঘৃণা'
অপরূপ ভেসে যাচ্ছে জ্ঞান বোধ বুদ্ধির অতীত যত কিছু।

একজন কবির জন্যে

এখানে চেনে না কেউ। কৌতূহলহীন। কেউ জানে না এখানে
একজন পুরনো পথে হেঁটে হেঁটে একশো আট সিঁড়ি
পেরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যে জানতো সে কিশোর কবি কি
এখনো আসেনি? এই পুরনো শহরে? আসবে ঠিক।
তার আগে এই পথ পথের প্রাচীন গাছ প্রবৃদ্ধ শাখার
রহস্য আর একটু দেখে নেওয়া যাক। শোনা যাক থুথুরে পেঁচার
রোমাঞ্চ সিরিজ। এই মন্দির গীর্জার চূড়া কাকচক্ষু দীঘি
পানায় মোড়া ডোবাটিও চলো দেখি। আধভাঙা পাঁচিল
লণ্ঠনের আলো জ্বলছে মাটির উঠোনে তুলসী তলা
মাথা নিচু ঘর দুলছে পাশে চকমিলান শাদা বাড়ি
নাগরিক নকশা মুড়ে। চলো দেখি নদী দুটি আরও
বালির ও পাথরের চোখের জলের মত ক্ষীণ শুভ্র ধারা
পুরনো পুঁথির মত এ শহর এখনো আছে কি? ওই কারা
বানায় কেবল বাড়ি শুধু বাড়ি শুধু বাড়ি ছোট্ট এ শহরে!
চলো একটু দেখে নিই প্রকৃতিস্থ প্রকৃতিকে চেয়ে
ছুঁয়ে ছেনে দেখি হাতে এর ধুলো এর বালি সোনা
অফুরন্ত স্পর্ধা ভরে, জানি স্থির, আর তো ফিরবো না
তাই এসে দাঁড়ালাম হে আমার কেঁদুড়ির মাঠ
নতুনচটির নষ্ট কালভার্ট, হে বৃষ্টি, হে সেগুনের ফুল
গল্পের খামের মত কিশোরের হে উজ্জ্বল আহত দুপুর
হে বিকীর্ণ এ বিকেল, ভাঙা মন্দিরের টেরাকোটা
এখানে চেনে না কেউ, কেউ কাউকে, কৃষ্ণকীর্তনের পদাবলী
দেওয়ালে ঢাকের শব্দে ডুবে যায়—; একজন কবি আসবে, তাকে
তুমি একটু জায়গা দিও, সে কিশোর, দিয়েছিলে যেমন আমাকে।

প্রেম

কতোদিন হল তাকে প্রাণপণে সরিয়ে দিয়েছি।
কোনো কিছু মনে নেই মনে রাখবার দায় নেই।
জটিল সম্পর্ক নিয়ে সংসারের মাথাব্যথা নেই।
তবু দেখি সারারাত ক্ষতস্থানে জমেছে শিশির

মফস্বল

রাত বারোটার পর কলকাতা শাসন করে এখনো কে জানি।
তবে সারাদিন যারা কবিদের তকমা দেয় শিরোপাও দেয়
তারা কবি। তারা দূর মফস্বল থেকে ধুলো পায়ে
উঠে আসা কবিদের যত্ন করে, ঠাণ্ডা ঘরে বসতে না বললেও
আবার আসবেন, আচ্ছা আসবেন, দেখব, বলে হাসে।
বাঁকুড়া বীরভূম পুরুলিয়ার কবিরা নেমে যায়
শাদা ঠাণ্ডা সিঁড়ি দিয়ে, গিয়ে দেখে ভিক্টোরিয়া পরী
মাঠে পড়ে থাকে রাতে ফেলে যাওয়া ঝালমুড়ির পাতা।

সম্বর্ধনা

মাঠ থেকে উঠে এল তিনশ' মজুর
আমার মতন এক কবিতাকর্মীকে
সম্বর্ধনা দিল ঃ স্তব্ধ নিহিত সুদূর
সমস্ত ব্যঞ্জনা কেউ কেউ নিল লিখে।

আমি তো বিস্মিত। মুগ্ধ স্যার পার্থদাও
এত বেশি বোঝে ওরা? আনাচে কানাচে
অনাশ্রয়দাতা। যাও কাছাকাছি যাও।
ওরা দ্রুত নেমে গেল ভুল বোঝো পাছে।

ছায়া

আমি যে দিকেই যাই এ শহর মিলায় মায়াবী মাঠে মাঠে
তৃণহীন শস্যহীন উপলবন্ধুর ধু ধু প্রান্তরের মাঝখানে একা

কোথাও সমস্ত ভুল ঠিক হয়ে ওঠে সব অপরাধ অনন্ত ক্ষমায়
কোথায়? কোথায়? ধু ধু প্রান্তর শুধায় আমি গেলে

কিছুই জানি না আমি কিছুই বুঝি না শুধু ভালবাসি রহস্য তোমার
ভালবাসি জটিলতা অন্ধকার দুরূহ বাঁকের বাইরে তোমার দুচোখে

যেখানে আমার ভুল ফুল হয়ে ফুটে ওঠে আমার বেদনা ঝরে যায়
আমার দুঃখের রাত আমার কষ্টের রাত জেগে থাকে তারায় তারায়

তাই এই বেঁচে থাকা অভিমান অন্ধ কাঁসাইয়ের অবসান
এই প্রান্তরের দেশ এ শহর পথের সমস্ত শিরা উপশিরা সব

আমি যে দিকেই যাই ছায়া পড়ে নিঃসঙ্গ আমার পাশে ছায়া
আমি পৌত্তলিক তাই ভ্রূক্ষেপ করি না ওই শরীরহীনতা।

আগুন

এই যে আগুন খাই প্রতিদিন তবু তার শেষ নেই কোনো
শরীরের কোষ থেকে নির্গত রক্তের মতো ধারা পান করি তবু তার
বেগ বাড়ে শুষে নেয় চুমুকে চুমুকে সে আমার
সমূহ সত্তার রস, এত কাম-মোহিত জীবন
যে নারীর পুরুষের তাকে কি আদেশ দেবে ছাতনার বাসুলী
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন লিখতে আবার নতুন করে
তোমাদের উপযোগী করে!

ছাই

পোড়াও আমার মন রূপের আগুনে জ্বালো চিতা।
উড়ুক আশার ছাই স্বপ্নের কুচির মতো মৃত্যু ছুঁয়ে ছুঁয়ে
একদিন পাবো ঠিক একদিন তোমাক পাবোই—
রক্তকণিকারা গান করে ঃ তুমি অঙ্গে অঙ্গে হাসো।

শীতের সকালে

কুয়াশার জাল ছিঁড়ে বাস আসছে তুলে নেবে বলে
টকটকে লাল কার্ডিগানখানা কলেজের স্টপে একা একা
মাচানতলায় যেতে আসতে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দেখে
শীতের সুন্দর ভোর আমাকে বিহ্বল করে হেসে উঠল যেন—
হাসির কি হল ভোর? তাকে তুলে নেবেই তো কেউ
আমাকে ধুলোর ঘূর্ণী ছেঁড়াপাতা বিঁধিয়ে শরীরে
ঘরে ফিরে যেতে হবে ঃ দিগন্তের দিকে যাবে বাস

মৃত্যু

তুমি পায়ে পায়ে এলে এতদিন সঙ্গে সঙ্গে এলে
আমি তো প্রথমাবধি জানি তাই তাকাইনি ফিরে
কখন সময় হবে তুমিও কি জানো? কেউ জানে বুঝি? তবে
আমার শয্যায় শুয়ে একটু ঘুমোবে নাকি রাতে!

এই ঘন রাতে আজ যখন বরফে ঢেকে চূড়াগুলি শাদা
এই ঘন রাতে আজ যখন শরীরে ঝরে নিবিড় কামনা
এই ঘন রাতে আজ যখন সমস্ত পথে ছেয়ে যায় কোজাগর মায়া
বুকে উঠে আসে বুক মুখে মুখ জানুতে জানু ও এক নারী!

রাত্রি

শব্দেরা ঘুমোয় ছন্দ চিত্রকল্প ধ্বনি ও ব্যঞ্জনা থাকে ঘুমে
তুলি না ওদের ডেকে বরং নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করে দিই
তারপরে পথে যাই মেঘের তলায় যাই কালভার্টের নীচে
ভাঙা ব্রীজে নদী তীরে অরণ্যে পাহাড়ে ধূর্ত ফেরেব্বাজ জলে
শব্দেরা ঘুমোয় ছন্দ চিত্রকল্প ধ্বনি আমি কিছুতে তুলি না
পাগলের মতো ঘুরি পাগলের মতো ঘুরে ঘুরে ঘরে ফিরি
জাগাই না ওদের ঃ কাঁপে শাদা পাতা কলম আঙুল
নিরাশ্লেষ রাগে রসে ভেজে রাত্রি বনপথ আতুর হৃদয়।

একটি ফুলের জন্যে

তুমি তো সমস্ত পারো তবে কেন এত কষ্ট দাও
দেখ ওরা শুকনো মুখ ব্যথায় বিষণ্ণ সকাতর
এত ফুল এত পত্রপল্লবে শোভিত তরুলতা
সাজিয়ে রেখেছ তবে কেন এই কুঁড়িটি ফুটবে না
তোমার পূজার পুষ্প ওরা নয়? তবে কেন আর
এত বেদনার ভার দাও, ওরা ছোট, খুব কষ্ট হয় আহা
তোমার অনন্ত বিশ্বে একটি ঘাসের ফুল ফুটুক, ঈশ্বর
তুমি তো দয়াল খুব, দয়া করো প্রার্থনা আমার।

কিরণসম্পাত ছাড়া

তুমি একটি দিন গেলে কেঁদে উঠতে জাহ্নবীর তীরে
আমার বছর যায় অচৈতন্য অনড় অসাড়
আমার জীবন যায় আর্তিহীন লঘু দুঃখে সুখে
জন্ম ও মৃত্যু যে যায় ব্যর্থতায় জড়িয়ে ছড়িয়ে
কিছুই হলো না শেখা কিছুই হলো না এত দেখে
হয় কি? এখন ভাবি, কৃপা ছাড়া কিরণসম্পাত ছাড়া কিছু!